আখবার আহমদীয়া

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন। আল্লাহ তা'লা হুযুরের সর্বদা রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

اَللّٰهُمَّ اَيِّدْ اِمَامَنَا بِرُوْحِ الْقُدُسِ وَبَارِكْ لَنَا فِيْ عُمْرِهٖ وَاَمْرِهٖ۔

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

সংখ্যা 1

খণ্ড 1

বদর

কাদিয়ান সাপ্তাহিক

The Weekly BADAR Qadian

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার, 10 মার্চ, 2016 30 জামাদি আল-আউয়াল 1437 A.H

আমি এ কথাটি কখনো ভুলতে পারি না, খুবই অকৃত্রিম উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে তিনি বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছেন এবং আমার কারণে যাবতীয় প্রকারের কষ্ট সহ্য করেছেন।

হাজি সাহেব মাগফুর ও মরহুম একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর নেতা ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি নিজেকে এই বয়াতের সিলসিলার মধ্যে অন্তর্গত করেছেন।

কাজি সাহেব এই অধমের কয়েকজন নির্বাচিত বন্ধুদের একজন। তিনি সর্বদা খিদমতের জন্য প্রস্তুত থাকেন।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

আমার প্রিয়ভাজন মীর আব্বাস আলি লুধিয়ানবী। ইনি আমার সেই প্রথম বন্ধু যার অন্তরে খোদা তা'লা সর্বপ্রথম আমার ভালবাসা প্রবিষ্ট করান আর তিনিই সেই বুযুর্গ যিনি সর্বপ্রথম যাত্রা পথের কষ্ট সহ্য করে পুণ্যান্বেষী সামর্থ্যবানদের সুন্নতের উপর কেবল আল্লাহ তা'লার উদ্দেশ্যে আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে কাদিয়ান আসেন। আমি একথাটি কখনো ভুলতে পারি না, খুবই অকৃত্রিম উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে তিনি বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছেন এবং আমার জন্য যাবতীয় প্রকারের কষ্ট সহ্য করেছেন, এবং লোকেদের কাছে নানান ধরণের কু-কথা শুনেছেন। মীর সাহেব অত্যন্ত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষ এবং এই অধমের সাথে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক রাখেন। এই অধম একবার তাঁর সম্পর্কে ইলহাম প্রাপ্ত হয় যে, اَصْلُهٗ ثَابِتٌ وَّفَرْعُهٗ فِي السَّمَآءِ যেটি তাঁর একনিষ্ঠতার মান প্রমাণ করার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। এই পান্থশালায় তাঁর জীবন কেবল আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল ছিল। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি কুড়ি বছর যাবৎ ইংরেজ দপতরে সরকারী কর্মচারী ছিলেন। কিন্তু দৈন্য দশা ও সহজ সরল জীবন যাপন করার কারণে তাঁর চেহারার প্রতি দৃষ্টি দিলে কখনোই এমন মনে হবে না যে, তিনি ইংরেজি ভাষায়ও পারদর্শী। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি অত্যন্ত যোগ্য ও অকপট এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন, তা সত্বেও তিনি ছিলেন অতি সহজ-সরল। এই কারণেই কিছু কু-মন্ত্রনাদানকারীর মন্ত্রণা তাঁর অন্তরকে দুঃখ ভারাক্রান্ত করে তোলে, কিন্তু তাঁর ঈমানী শক্তি দ্রুত সেটিকে প্রতিহত করে।

১০) আমার প্রিয়ভাজন মুনশী আহমদ খান সাহেব মরহুম। এক্ষণে অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত চিত্তে এই বেদনাদায়ক কাহিনী আমাকে লিখতে হল। এখন আমাদের এই প্রিয় বন্ধু এই পৃথিবীতে নেই, দয়াবান ও কৃপালু খোদা তা'লা তাঁকে উচ্চতর জান্নাতের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন । اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ হাজি সাহেব মাগফুর ও মারহুম একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর নেতা ছিলেন। তার ভক্তদের মধ্যে হিদায়তের লক্ষণাবলী, সৌভাগ্য ও সুন্নতের অনুসরণ সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। যদিও হযরত সাহেব এই অধমের বয়াত পর্বের পূর্বেই গত হয়েছেন, কিন্তু এ বিষয়টিকে আমি তাঁর অলৌকিতার মধ্যে গণ্য করি যে, তিনি বায়তুল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কিছু দিন পূর্বে এই অধমের কাছে অত্যন্ত বিনম্রতা সহকারে একটি পত্র লেখেন, যাতে তিনি প্রকৃত পক্ষে নিজেকে এই বায়াতের সিলসিলার মধ্যে অন্তর্গত করেছেন। সুতরাং তিনি সেই পত্রে নিজের মাগফেরাতের জন্য দোয়া চান এবং লিখেন যে, আমি নিজেকে আপনার ঐশী সম্পর্কের অধীনস্ত মনে করি। তিনি আরও লিখেন যে, আমি আপনার জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছি, এটিই আমার জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট অংশ। তিনি আত্মবিনাশন হিসেবে নিজের অতীতের অভাব-অভিযোগ লিখেছেন এবং আরও অনেক আবেগপূর্ণ শব্দ লিখেছেন, যেগুলি আকুল করে তোলে। এই বন্ধুর শেষ পত্রটি ছিল বেদনাপূর্ণ, যেটি আজও আমার কাছে রয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ থেকে প্রত্যবর্তনের সময় ধর্মের এই সেবকের উপর রোগের এমন প্রকোপ হয় যে, সেই বিপদের সময় তাঁর সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হয় নি। কিছু দিন পরেই মৃত্যু সংবাদ আসে। সংবাদ শোনার পর কাদিয়ানে একটি জামাত করে তাঁর গায়েবানা জানাযা পড়া হয়।হাজি সাহেব সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে বীর পুরুষ ছিলেন। কিছু নির্বোধ মানুষ হাজি সাহেবকে তাঁর মর্যাদা হানির দোহাই দিয়ে এই অধমের সঙ্গে বিশ্বাসের সম্পর্ক স্থাপনে নিষেধ করেন। কিন্তু তিনি বলেন, আমি কোন মর্যাদার পরোয়া করি না, আর আমার কোন ভক্তেরও প্রয়োজন নেই। তাঁর পুত্র কালাঁ হাজী ইফতেখার আহমদ সাহেব তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণে এই অধমের সঙ্গে পরম নিষ্ঠার সম্পর্ক বজায় রেখেছেন। হিদায়ত, তাকওয়া এবং শান্তি প্রিয়তার লক্ষণ তাঁর মুখমণ্ডলে প্রকাশিত হয়। খোদার উপর পূর্ণ ভরসা স্থাপনকারী এবং প্রথম সারির সেবক এবং মনে প্রাণে এই পথে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন। খোদা তা'লা তাঁকে আন্তরিক ও বাহ্যিক কল্যাণ রাজি দ্বারা সমৃদ্ধ করুক।

১১) আমার প্রিয়ভাজন কাজি খাজা আলি সাহেব। কাজি সাহেব এই অধমের কয়েকজন নির্বাচিত বন্ধুদের একজন। প্রেম, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্তার লক্ষণ তাঁর মুখ মণ্ডলে প্রকাশ পায়। খিদমতের কাজে সদা প্রস্তুত থাকেন। তিনি হলেন পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে প্রথম সারির অন্তর্ভুক্ত, যাদের মধ্যে আমার ভাই আব্বাস আলি ছিলেন। তিনি সর্বদা খিদমতে নিয়োজিত থাকেন। নিবৃত্তিকালে লুধিয়ানায় ছয় মাস অবধি যে সময় পাওয়া যেত, তিনি তখন এই আতিথেয়তার একটি বড় অংশ সানন্দে নিজে গ্রহণ করে থাকেন। এবং তিনি নিজের সাধ্যানুযায়ী সহানুভুতি, সেবা ও যাবতীয় দুঃখ নিবারণের ক্ষেত্রে কোন প্রকারের তারতম্য করেন না। যদিও তিনি পূর্বেই নিষ্ঠাবান এবং সৎচরিত্রবান ছিলেন, কিন্তু আমি লক্ষ্য করছি, তিনি নিকটতর হচ্ছেন। আমার ধারণা, সত্যের জ্যোতি এক নিঃস্বার্থ নিষ্ঠা এবং ঐশী ভালবাসার ক্ষেত্রে তাঁকে অবিরাম উন্নতির পথে চালিত করছে। আমার মতে, তিনি এই উন্নতির কারণে সুধারণা পোষণের ব্যাপারে অনেক পবিত্রতা অর্জন করেছেন এবং আধ্যাত্মিক দুর্বলতার উপর জয়যুক্ত হয়েছেন। আমার অন্তর তাঁর সম্পর্কে এও সাক্ষী দেয় যে, ধর্মীয় বিষয়ে তিনি সঠিক ও সুক্ষ অন্তর্দৃষ্টি রাখেন এবং খোদার অনুকম্পা তাঁকে এই অধমের আধ্যাত্মিক জ্ঞান থেকে যথেষ্ট পরিমাণ অংশ প্রদান করেছে। তিনি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শনে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে থাকেন এবং আপত্তিহীনতা ও সু-ধারণা পোষণের দিকে তিনি ক্রমোন্নতি করেছেন। আমার জ্ঞানে তিনি সেই সকল পর্যায় অতিক্রম করে চলে এসেছেন যেখানে ভয়ানক পদস্খলনের আশঙ্কা থাকে।

(ইজালায়ে আওহাম, রুহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫২৭-৫৩০)

অনুবাদ : মির্যা সফিউল আলম

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

৬ই আগষ্ট ১৯৪৫

সভ্যতার ইতিহাসের একটি অভিশপ্ত দিন

মূল: আনিস আহমদ নাদিম, মুবাল্লিগ ইনচার্য , জাপান

অনুবাদ: মির্যা সফিউল আলম

৬ই আগষ্ট ১৯৪৫ সালের এই দিনটি সভ্যতার ইতিহাসে একটি নিষ্ঠুর দিন হিসেবে অভিহিত হয়ে থাকবে। এই দিনটিতেই মিত্র বাহিনী জাপানের হিরোসিমা শহরে পরমাণু বিস্ফোরণ করে। শত সহস্র মানুষ এক লহমায় মৃত্যুপুরীতে পৌঁছে যায়। আহমদীয়াতে ইতিহাসবিদ এই বেদনায়দায়ক ঘটনার উল্লেখ করে লিখেন,

যেরূপ হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কে ইলহামের মাধ্যমে অবগত করানো হয়েছিল যে,

" সেই সমস্ত শহর গুলিকে দেখে মানুষ শোকস্তব্ধ হয়ে পড়বে।"

এই করুণ দৃশ্য জাপানের আকাশ প্রথম প্রত্যক্ষ করেছিল।"

(উদ্ধৃতি- তারিখ আহমদীয়াত, ৯ম খণ্ড-পৃষ্ঠা-৫১৯-৫২০)

৬ই আগষ্ট-এর পরমানু আক্রমণের সংবাদ ৮ই আগষ্ট সকালে মার্কিন রেডিও-তে শোনা যায় এবং সেই সময় পর্যন্ত পৃথিবীর অধিকাংশই এ বিষয়ে অজ্ঞাত ছিল যে হিরোশিমা পরমাণু আক্রমনের জেরে এমন কিয়ামত সদৃশ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। জাপানের নাগরিক এবং পৃথিবীর সকল বুদ্ধিজীবি ও পথ প্রদর্শকরা এই ধ্বংস মূলক ঘটনার বিশ্লেষণ করছিলেন । ঠিক সেই সময় সৈয়্যদনা হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) ১০ আগস্ট ১৯৪৫ ডালহৌসিতে একটি খুতবা প্রদান করেন। সেই খুতবায় তিনি পরমানু বোমার প্রয়োগের বিরুদ্ধে জোরালো ভাষায় প্রতিবাদ জানান। তিনি বলেন,

" আমাদের এই ঘোষণাকে সরকার অপছন্দ করলেও আমাদের ধর্মীয় এবং নৈতিক কর্তব্য হল পৃথিবীর সামনে এই ঘোষণা দেওয়া যে, আমরা এমন রক্তপাতকে বৈধ বলে গণ্য করি না।"

তিনি আরও বলেন, "এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি দেখতে পাচ্ছি যে, ভবিষ্যতে যুদ্ধ-বিগ্রহ হ্রাস পাবে না বরং তা বৃদ্ধি পাবে। আর যারা এমনটি মনে করে যে, পরমাণু বোমার মাধ্যমে মহাশক্তি গুলি আরও শক্তি শালী হবে এবং তাদের প্রতিদ্বন্দিতায় অন্য কোন সামরিক শক্তি উঠে দাঁড়াবে না-এটি নেহাতই শিশু সুলভ ধারণা। স্মরণ রেখো! খোদার রাজত্ব অনন্ত এবং খোদার লস্কর সম্পর্কে খোদা ব্যতিত কেউ অবগত নয়। আল্লাহ তা'লা কুরান মজীদে বলেন- مَايَعْلَمُ جُنُودَرَبِّکَ اِلَّاهُوَ অর্থাৎ তোমার প্রভু প্রতিপালকের লস্কর সম্পর্কে তিনি ছাড়া কেউ অবগত নয়। যদি কিছু মানুষের হাতে পরমানু বোমা এসে থাকে, তবে আল্লাহ তা'লা শক্তি রাখেন যে তিনি কোন বিজ্ঞানীকে এমন কোন বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট করবেন এবং সে এমন কোন উদ্ভাবন করবে যা পৃথিবীতে আরও ব্যপক ধ্বংস ডেকে আনবে এবং সে পরমানু আক্রমণের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে আরম্ভ করবে। "

হুযুর এই প্রসঙ্গে বিশ্ববাসীকে আঁ হযরত (সাঃ) বর্ণিত একটি সূক্ষ্ম বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, আগুনের শাস্তি দেওয়া আল্লাহ্‌র কাজ। নিজেদের শত্রুদেরকে আগুনের মাধ্যমে শাস্তি ও কষ্ট দেওয়ার উপায় অবলম্বন করা মুসলমানদের উচিত নয়। তিনি (রাঃ) বলেন,

তেরো শত বছর পূর্বে রসুলুল্লাহ (সাঃ) পৃথিবী বাসিকে যুদ্ধ বিগ্রহ হ্রাস করার পথ বলে দিয়েছিলেন। যতদিন জগতবাসী সেই পথ অবলম্বন না করে যুদ্ধ থামবে না বরং তা বেড়েই চলবে। আমেরিকা ও ইউরোপবাসী ততদিন শান্তি পাবে না যত দিন পর্যন্ত না তারা আঁ হযরত (সাঃ) এর এই শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হবে। যত দিন পর্যন্ত না তারা আঁ হযরত (সাঃ) এর নির্দেশ অনুসারে আগ্নেয়াস্ত্রকে অবৈধ ঘোষণা দিবে। ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত শান্তি ভাগ্যে জুটবে না।

(তারিখে আহমদীয়াত, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫১৯-৫২০)

হিরোশিমায় পরমানু আক্রমণের বিরুদ্ধে এটি প্রথম প্রতিবাদ ধ্বনি ছিল। এর পর ইউরোপ এবং সারা বিশ্বে এই ঘটনার নিন্দা শুরু হয়।

* ১৯৮৯ সালের ঐতিহাসিক ক্ষণে যখন জামাতে আহমদীয়ার শতবর্ষ পূর্তি হচ্ছিল তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহঃ) জাপান পরিভ্রমণে আসেন। তিনি (রহঃ) সেই সময় বিশেষভাবে হিরোশিমা শহর পরিদর্শন করেন এবং পরমানু বোমার দ্বারা আক্রান্ত ও প্রভাবিত ব্যক্তিদের ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখে অত্যন্ত ভাব বিহ্বল হয়ে ওঠেন।

হুযুর (রহঃ) পিস পার্ক গিয়ে মিউজিয়াম পরিদর্শন করেন। এই মিউজিয়ামে পরমানু তেজস্ক্রিয়তার ফলে ধ্বংসের চিত্র ও ধ্বনি সাজানো ছিল। হুযুর (রহঃ) মিউজিয়ামের বাইরে হুইল চেয়ারে বসা একজন বিকলাঙ্গ মহিলাকে জিজ্ঞাসা করে তার খোঁজ খবর নেন। এবং তাকে কিছু নগদ পয়সাও প্রদান করেন। হিরোশিমা শহরে রেডিও হিরোশিমার প্রতিনিধি হুযুরের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। সাক্ষাৎকার প্রদান কালে হুযুর (রহঃ) গভীর শোক ও বেদনা ব্যক্ত করেন।

* সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) ২০০৬ সালের মে মাসের তার জাপান পরিভ্রমণ কালে হিরোশিমা শহরের এই মিউজিয়ামটি পরিদর্শণ করেন। এখানে এসে তিনি নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন,

" আজকে হিরোশিমা মিউজিয়াম দেখলাম। হৃদয়কে দুঃখ ভারাক্রান্ত করে দেওয়ার মত একটি ঘটনা। নিঃসন্দেহে হিরোশিমার নাগরিকরা প্রশংসার পাত্র যারা অত্যন্ত উদ্যমশীলতার সঙ্গে সেই সংকটময় সময় অতিবাহিত করে এসেছেন। আর আজকে তারা পুণরায় একটি বিরাট শহর গড়ে তুলেছে। আর সর্বোপরি তারা নিজেদের শত্রুদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছে। এই শহরের মানুষদেরকে সালাম।

মির্যা মসরুর আহমদ।

(হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস আইঃ) বলেন,

Today I happpened to visit Hiroshima Museum.After having seen the exhibited things it is unbearable for me to control the overwhelming sentiments. People of Hiroshima are really praise worthy who have very bravely passed through this painful episode. I salute the people of Hiroshima.

Mirza Masroor Ahamad

Head of Ahmadiyya in Islam

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস ২০০৬ সালের মে মাসের এই পরিদর্শন কালে হিলটন হোটেল টোকিওতে অনুষ্ঠিত একটি অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে ভাষণ প্রদান কালে বলেন,

" জাপানী জাতি দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের ভয়াবহতাকে গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছে। এই কারণে তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে তারা বেশ অনুমান করতে পারবে। আমি জাপানি জাতিকে বলতে চাই, আপনারা এগিয়ে এসে পৃথিবীকে তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের বিপদ থেকে উদ্ধার করার ভুমিকা পালন করুন।"

(অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে ভাষণ, ৯ই মে ২০০৬ সাল, স্থান: হিলটন হোটেল, টোকিও)

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) একটি বিশাল জন সমাবেশের অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান কালে জাপানি জাতি ও তাদের নেতৃবৃন্দকে উপদেশ দিয়ে বলেন,

" এই যুগে কিছু ক্ষুদ্র দেশের কাছেও পরমানু অস্ত্র মজুত আছে। এই সব অস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠীদের হাতে চলে যাওয়াও আশ্চর্য্যের কিছু নয়। আর এই সব অস্ত্রের ধ্বংসাত্মক প্রভাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। আমি পৃথিবী বাসীকে এই ভয়াবহ বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করার চেষ্টা করছি। আমি আপনাদের সকলের কাছে এই আবেদনই করব যে, পৃথিবীতে শান্তির প্রসারে যথাসম্ভব চেষ্টা করুন। নিজের নিজের দললেও অবগত করুন যে, জুলুম-অত্যাচার এবং চরম পন্থা অবলম্বন করা এবং পরস্পরকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখার পরিবর্তে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখা উচিত। যেখানেই আমরা অত্যাচার দেখি না কেন অত্যাচারীকে তৎক্ষনাত নিরস্ত করে অন্যায়-অত্যাচারের অবসান ঘটানোর চেষ্টা করা উচিত। জাপানি জাতি এবং জাপানি নেতৃবর্গের মধ্যে অন্যান্য জাতিকে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার গুরুত্বকে সঠিক ভাবে উপলব্ধি করানোর সামর্থ্য ও শক্তি আছে। আপনারা পরমানু বোমার ধ্বংসাত্মক প্রভাব এবং এর পরিণতিতে সংঘটিত রক্তপাত সম্পর্কে সবিশেষ অবগত আছেন। আপনার আধুনিক যুগের যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সব থেকে ভাল বোঝেন।"

(জাপানী রাজনিতিক এবং বুদ্ধিজীবির উদ্দেশ্যে ভাষণ: ৯ ই নভেম্বর, ২০১৩, স্থান: নাগোয়া)

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) জাপানী রাজনিতিক এবং বুদ্ধিজীবির উদ্দেশ্যে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন,

" আপনারা হলেন সেই জাতি যারা দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে সব থেকে বেশি ক্ষতি গ্রস্ত হয়েছেন। এখন তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধকে থামানোর জন্য পদক্ষেপ নিন। খোদা তা'লা আপনাদের সহায় হোন। প্রত্যেক আহমদী এই দোয়াই করে থাকেন যে, হে খোদা ত'লা ! এই সুন্দর পৃথিবীকে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা কর। মানুষদের বিবেক-বুদ্ধি দান কর, তারা যেন নিজেদের সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে পারে।"

(অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে ভাষন, ৯ ই মে, ২০০৬, স্থান: হিলটন হোটেল, টোকিও)

জুমআর খুতবা

জামাতের সদস্যদের নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধি করা উচিত, এ কথার প্রতি মনোযোগ আকর্ষন করতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, ধর্মের জ্ঞান যারা অর্জন করেছেন তাদের ধর্মীয় জ্ঞানও থাকা চাই আর বিশ্বের চলমান অবস্থা জ্ঞানও থাকা উচিত এবং ইতিহাসের জ্ঞানও থাকা উচিত, বিশেষ করে যাদের ওপর তবলীগের কাজ ন্যস্ত অর্থাৎ মুরুব্বী বা মুবাল্লিগদের। তাদের এদিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দেয়া উচিত।

আমাদের নীতি এটি হওয়া উচিত যে, আমরা কাউকে অভিশাপ দিব না বরং আমাদের বিরোধীদের জন্য আমাদের দোয়া করা উচিত কেননা অবশেষে তারাই ঈমান আনবে

সুতরাং আমাদের এই দোয়াই করা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা এই উম্মতকে পাপাচারী আলেম এবং বিভ্রান্ত নেতাদের হাত থেকে রক্ষা করুন আর জনসাধারণকে সত্য বোঝার এবং চেনার তৌফিক দান করুন।

আহমদীয়া জামাতের ইতিহাস এ কথার স্বাক্ষী যে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় প্রতিটি পরীক্ষা আমাদের জন্য উন্নতির নিশ্চয়তা বা উপকরণ নিয়ে আসে।

পৃথিবীতে চিন্তা ধারা পরস্পরকে প্রভাবিত করে কিন্তু এটি জানা যায় না । সুতরাং বিশেষত যুবক শ্রেণীর এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত যে, তাদের বন্ধুত্ব এবং তাদের উঠা-বসা এমন মানুষের সাথে হওয়া উচিত যারা তাদের ওপর নোংরা প্রভাব ফেলবে না।

যদি আমাদের সবার চিন্তা-চেতনা এটিই হয় যে, নিজের জাগতিক স্বার্থ সিদ্ধির পরিবর্তে পুণ্যের ক্ষেত্রে একে অন্যের চেয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব,সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য প্রতিযোগিতামূলকভাবে চেষ্টা করব তাহলে যেখানে এটি আমাদের নিজেদের তরবীয়ত বা সুশিক্ষার জন্য নিজের পুণ্যের ক্ষেত্রে কল্যাণকর হবে একই সাথে তা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও উপকারী হবে।আর সেই সাথে এটি জামাতের উন্নতিরও কারণ হবে।

দোয়া এটি করা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা জামাতকে এমন মানুষ দান করুন যারা নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততায় উন্নতি করবে এবং ধর্মীয় উন্নতির ক্ষেত্রে অগ্রগামী থাকবে।

বিভিন্ন দেশে এবং দরিদ্র দেশেও আর এখানে এসেও অনেকেই অকর্মণ্য বসে থাকে। কিন্তু মানুষ সামান্য মনোযোগ দিলেই কাজ শিখতে পারে এবং আয় উপার্জন করতে পারে বরং জন কল্যাণমূলক ও মানব সেবা মূলক কাজেও অবদান রাখতে পারে।

নিজেদের আবেগ অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখুন আর দুনিয়াবাসীকে দেখিয়ে দিন যে, এমন একটি জামাতও পৃথিবীতে থাকতে পারে যারা সকল প্রকার অশান্তি, উত্তেজনা ও প্ররোচনামূলক কথা শুনেও শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করতে পারে।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এর জীবনির উপর আলোকপাত করে এমন ঘটনাবলী এবং তাঁর(আঃ) দ্বারা বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনাবলী যা হযরত হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বিভিন্ন বক্তৃতায় বর্ণনা করেছেন সেগুলি থেকে বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ এবং ঐ সকল ঘটনাবলীর আলোকে জামাতের সদস্যদের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশাবলী।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ-এ প্রদত্ত ৩০ শে অক্টোবর, ২০১৫, এর জুমুআর খুতবা (৩০ ইখা, ১৩৯৪ হিজরী শামসী)

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ঘটনাবলী বা তিনি যে সমস্ত ঘটনা বা শিক্ষনীয় গল্প বর্ণনা করেছেন সেগুলো হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) নিজের বিভিন্ন বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করে সেগুলো আজ আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরব। প্রত্যেকটি ঘটনা বা গল্প নিজের মাঝে একটি শিক্ষনীয় দিক রাখে। জামাতের সদস্যদের নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধি করা উচিত, এ কথার প্রতি মনোযোগ আকর্ষন করতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, ধর্মের জ্ঞান যারা অর্জন করেছেন তাদের ধর্মীয় জ্ঞানও থাকা চাই আর বিশ্বের চলমান অবস্থার জ্ঞানও থাকা উচিত এবং ইতিহাসের জ্ঞানও থাকা উচিত, বিশেষ করে যাদের ওপর তবলীগের কাজ ন্যস্ত অর্থাৎ মুরুব্বী বা মুবাল্লিগদের। তাদের এদিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দেয়া উচিত। বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন তথ্য বা জ্ঞান তাৎক্ষনিকভাবে অর্জন করা সম্ভব এবং সহজলভ্য। যাহোক হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রেক্ষাপটে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি শিক্ষনীয় ঘটনা বর্ণনা করেন যা জ্ঞানগত যোগ্যতা বাড়ানোর প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষন করে এবং স্থানকাল ভেদে নিজের জ্ঞানের পরিধির মাঝে থেকে কথা বলার প্রতি মনোযোগ আকর্ষন করে আর সত্যিকার পুণ্যের যে মান সেদিকেও দৃষ্টি আকর্ষন করে।

তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে আমরা এই ঘটনা শুনেছি, তিনি বলতেন, এক ব্যক্তি ছিল যে অত্যন্ত সম্মানীয় ব্যক্তি বা পুণ্যবান রূপে আখ্যায়িত হত। দৈবক্রমে কোন বাদশাহ্র মন্ত্রী তার প্রতি অনুরক্ত হয়ে যায় এবং তার শিষ্যত্ব বরণ করে। সে সর্বত্র সেই ব্যক্তির পুণ্য এবং তার ওলী হওয়ার পক্ষে প্রচারণা আরম্ভ করে এবং এই কথা বলা আরম্ভ করে যে, সেই ব্যক্তি অনেক বড় খোদাভক্ত এবং পুণ্যবান মানুষ। এমনকি সে বাদশাহ্কেও অনুপ্রাণিত করে এবং বলে যে, আপনি সেই ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করতে চলুন। বাদশাহ্ সম্মত হন এবং বলেন যে, ঠিক আছে অমুক দিবসে আমি সেই পুণ্যবান ব্যক্তির কাছে যাব। সে কৃত্রিম পুণ্যবানই হোক বা যাই হোক না কেন তুমি যখন বলছ তখন যাব। যাহোক মন্ত্রী তাৎক্ষনিকভাবে সেই বুযুর্গের কাছে এই সংবাদ পৌঁছে দেয় এবং বলে যে, আপনি এমনভাবে কথা বলবেন যেন বাদশাহ্র ওপর প্রভাব পড়ে আর তিনিও আপনার ভক্তকুলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। আর বাদশাহ্ যদি আপনার ভক্ত হয়ে যায় তাহলে তার প্রজারাও এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করবে। যাহোক তিনি লিখেন যে, জানা নেই সেই ব্যক্তি আদৌ পুণ্যবান ছিল কি না কিন্তু পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ থেকে এটি অবশ্যই প্রকাশ পায় যে, সে নিশ্চিতরূপে এক নির্বোধ ছিল। সে যখন এই সংবাদ শুনে যে, বাদশাহ্ আসতে যাচ্ছেন এবং তার সাথে আমার এমন কথা বলা উচিত যা তার ওপর খুবই ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে, তখন সে কিছু কথা বলবে বলে স্থির করে। বাদশাহ্ যখন সাক্ষাত করতে আসেন তখন সে বলে, হে মহামান্য বাদশাহ্! আপনার সুবিচার করা উচিত বা ন্যায় বিচার করা উচিত। দেখুন! মুসলমানদের মধ্যে সিকান্দার নামের যে বাদশাহ্ অতিবাহিত হয়েছে সে কত বড় ন্যায় পরায়ণ এবং সুবিচারক ছিল, আজও পর্যন্ত তার কত খ্যাতি রয়েছে। অথচ সিকান্দার মহানবী (সা.)-এর যুগের শত শত বছর পূর্বে বরং ঈসা (আ.)-এরও পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।কিন্তু সে সিকান্দারকে মহানবী (সা.)-এর পরবর্তী যুগের বাদশাহ্ আখ্যা দিয়ে তাকে মুসলমান বাদশাহ্ আখ্যা দিয়েছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, এর অর্থ হলো, সে ব্যক্তি অর্থাৎ সিকান্দার রসূলে করীম (সা.)-এরও শত শত বছর পর বাদশাহ্ হয়েছে কেননা সিকান্দার প্রথম চার খলীফার যুগে আসতে পারে না কেননা তখন তো খলীফাদের যুগ ছিল। আর সে হযরত মুয়াবীয়ার যুগেও বাদশাহ্ হতে পারে না কেননা মুয়াবীয়া সারা পৃথিবীর বাদশাহ্ ছিলেন। আর বনু আব্বাসীদের খিলাফতের প্রথম যুগের বাদশাহ্ও সে হতে পারে না কেননা তখন তারাই পৃথিবীতে বাদশাহ্ ছিল। সুতরাং সিকান্দার যদি মুসলমান হয়ে থাকে তাহলে চতুর্থ বা পঞ্চম হিজরি শতকের বাদশাহ্ হতে পারে অথচ মহানবী (সা.)-এর শত শত বছর পূর্বে এই ব্যক্তি অতিবাহিত হয়েছেন। তো যে

ব্যক্তি শত শত বছর পূর্বের বাদশাহ্ ছিল তাকে সেই ব্যক্তি মহানবী (সা.) এবং ইসলামের উম্মতভুক্ত আখ্যায়িত করেছে। এর ফলে বাদশাহ্‌র ওপর প্রভাব পড়া তো দূরের কথা বরং এতে বাদশাহ্‌র খুবই মন খারাপ হয় এবং তিনি তাৎক্ষনিকভাবে উঠে চলে আসেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, ইতিহাসের জ্ঞান রাখা পুণ্যবান হওয়ার শর্ত নয় কিন্তু সেই স্বঘোষিত বুযুর্গ এই সমস্যাকে নিজেই আমন্ত্রণ জানিয়েছে। ইতিহাসে নাক গলাতে তাকে কে বলেছিল?

(খুতবাতে মাহমুদ, ১৯তম খণ্ড পৃষ্ঠা- ৬৩১-৬৩৩ থেকে সংকলিত)

তাই জ্ঞান সঠিক হওয়া উচিত এবং মানুষ যে কথাই বলে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া উচিত। যদি ইতিহাসের কথা হয় তবে ইতিহাসের সঠিক জ্ঞান থাকা উচিত আর অন্য কোন জ্ঞানের কথা হলে তাও জানা থাকা উচিত। সে ব্যক্তিকে তার প্রবৃত্তির বাসনা ধ্বংস করেছে। মানুষ যদি সত্য বিসর্জন দিয়ে তথাকথিত পুণ্য এবং জ্ঞানের আলখাল্লা পরিধান করে বা পরিধানের চেষ্টা করে তাহলে এভাবেই লাঞ্ছিত হয় আর এটিই পরিণাম হয়ে থাকে।

আরেক জায়গায় হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেবের বরাতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হৃদয়ের কোমলতা আর উম্মতের জন্য তাঁর বেদনা এবং মানবতার জন্য তাঁর সহানুভূতির কথা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, মানুষ তড়িঘড়ি কাউকে অভিশাপ দিয়ে বসে। আমাদের নীতি এটি হওয়া উচিত যে, আমরা কাউকে অভিশাপ দিব না বরং আমাদের বিরোধীদের জন্য আমাদের দোয়া করা উচিত কেননা অবশেষে তারাই ঈমান আনবে। হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব বলতেন, আমি চিলেকোঠায় থাকতাম। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কক্ষের ওপর তিনি (আ.) হযরত আব্দুল করীম সাহেবের জন্য আরেকটি কামরা বানিয়েছিলেন। তিনি ওপরে থাকতেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) গৃহের নিচের অংশে থাকতেন। এক রাতে নিচের অংশ থেকে এমন ক্রন্দনের আওয়াজ আসে যেভাবে কোন মহিলা প্রসব বেদনার কারণে চিৎকার করে। আমি আশ্চর্য হলাম এবং পুরো মনোযোগ সহকারে সেই আওয়াজ শুনলাম। তখন জানতে পারলাম যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দোয়া করছেন আর তিনি বলছেন যে, হে আল্লাহ্! প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে আর মানুষ সে কারণে মারা যাচ্ছে। হে আল্লাহ্! যদি এরা সবাই মারা যায় তাহলে কে তোমার ওপর ঈমান আনবে।

দেখুন! প্লেগ সেই নিদর্শন ছিল যার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন স্বয়ং মহানবী (সা.)। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীতেও প্লেগের নিদর্শনের কথা পাওয়া যায়, কিন্তু যখন প্লেগের প্রকোপ শুরু হয় তখন সেই ব্যক্তি যার সত্যতা প্রমাণের জন্য প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয় তিনিই আল্লাহ্ তা'লার দরবারে বিগলিত চিত্তে দোয়া করেন এবং বলেন যে, হে আল্লাহ্! যদি এরা মারা যায় তাহলে কে তোমার ওপর ঈমান আনবে। সুতরাং একজন মু'মিনের সাধারণ মানুষকে অভিশাপ দেয়া উচিত নয়। মু'মিনের সাধারণ লোকদের জন্য বদ-দোয়া করা উচিত নয় কেননা তাদেরকে রক্ষা করার জন্যইসে দন্ডায়মান হয়। মু'মিন দুনিয়াকে রক্ষা করার জন্যই দন্ডায়মান হয়। সে যদি তাদেরকে অভিশাপ দেয় তাহলে সে রক্ষা কাকে করবে? আহমদীয়াত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যই হলো ইসলাম এবং মুসলমানদের রক্ষা করা। তাদের হারিয়ে যাওয়া মাহাত্ম্য তাদেরকে ফেরত দেয়া। তিনি বলেন, উমাইয়্যা বংশের যুগে মুসলমানদের যে প্রতাপ ও সম্মান ছিল আজ আহমদীয়াত সেই প্রতাপ এবং মাহাত্ম্য মুসলমানদের দিতে চায় অবশ্য এই শর্ত থাকবে যে, আব্বাসী এবং উমাইয়্যা বংশের রোগ ব্যাধি যেন তাদের মাঝে অনুপ্রবেশ না করে।

সুতরাং যাদেরকে উৎকৃষ্ট মার্গে পৌঁছানোর জন্য আমাদের দাঁড় করানো হয়েছে তাদেরকে আমরা অভিশাপ কিভাবে দিতে পারি? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন,

এ্যা দিল তু নিয খাতেরে ইনান নিগাহ্‌দার কাখের কুনান দা'ওয়ায়ে হুব্বে পায়াম্বারম

অর্থাৎ হে আমার হৃদয়! তুমি এদের ধ্যান-ধারণা এবং আবেগ-অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও যেন তাদের হৃদয় কোথাও আবার কলুষিত না হয়। এমনটি যেন না হয় যে, তুমি বিরক্ত হয়ে তাদেরকে অভিশাপ দিবে। যাই হোক না কেন এরা তোমার রসূল (সা.)-কে ভালোবাসে আর রসূলুল্লাহ্‌র প্রতি তাদের যে ভালোবাসা রয়েছে তার কারণেই তারা তোমাকে গালি দেয়।

(খুতবাতে মাহমুদ, ৩৩ তম খণ্ড পৃষ্ঠা- ২২১-২২২ থেকে সংকলিত)

সুতরাং সাধারণ মানুষ তো অজ্ঞ। মৌলভীরা তাদেরকে যে শিক্ষা দেয় তারা তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে থাকে। আজও অনেক আহমদী নিজেদের ঘটনাবলী লিখে পাঠায়। এক ব্যক্তি, যে বিরোধী ছিল, আহমদীয়াতের প্রকৃত চিত্র যখন তার সামনে স্পষ্ট করা হয় তখন তার মাঝে আমূল পরিবর্তন আসে। অনুরূপভাবে আমাকেও অনেক অ-আহমদী চিঠি লিখে যে, আহমদীয়াতের সত্যতা তারা এভাবে অবগত হয়েছে এবং তারা লিখে, এখন আমরা বুঝতে পেরেছি যে, মৌলভীরা আমাদেরকে কিভাবে পথভ্রষ্ট করছিল। আফ্রিকায় এমন অনেক ঘটনা ঘটে থাকে। আফ্রিকা থেকে এমন অনেক ঘটনা আসে। অনেক স্থানে পরবর্তীতে জামাত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তারা লিখে যে, মৌলভীরা আমাদের কাছে আহমদীদের ভ্রান্ত চিত্র তুলে ধরেছিল। সুতরাং আমাদের এই দোয়াই করা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা এই উম্মতকে পাপাচারী আলেম এবং বিভ্রান্ত নেতাদের হাত থেকে রক্ষা করুন আর জনসাধারণকে সত্য বোঝার এবং চেনার তৌফিক দান করুন।

সত্যিকার মুসলমানের জন্য যা অবধারিত তা হলো, সমস্যা এবং বিপদাপদ আর আশঙ্কা যখন দেখা দেয় তখন আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য কল্যাণ ও সাচ্ছন্দের উপকরণ সৃষ্টি করেন। এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, হযরত মৌলানা রূমের একটি (ফার্সী) পংক্তি রয়েছে,

হার বালা কি ঈ কৃওম র উ দদে আস্‌ত যির অঁ ইক গুঞ্জ হ বানাহদে আস্‌ত

অর্থাৎ সেই খোদা জাতিকে যে সমস্যাতেই জর্জরিত করুক না কেন , তার অন্তরালে তিনি অনেক বড় এক ধন ভান্ডার রেখেছেন। তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সব সময় এটি পাঠ করে বলতেন যে, যদি কোন জাতি বা জামাত সত্যিকার অর্থে মুসলমান হয়ে যায় তাহলে তার সমস্ত বিপদাপদ, সংকট এবং সমস্যা যাতে সে জর্জরিত হয় তা তার জন্য পরিত্রাণ এবং মুক্তির কারণ হয় আর তার সব সমস্যা তার জন্য সুখের কারণ হয় বা তার সব সমস্যার পিছনে সুখ এবং সাচ্ছন্দ থেকে থাকে।

(খুতবাতে মাহমুদ, ৯তম খণ্ড পৃষ্ঠা-১৬৬-১৬৭ থেকে সংকলিত)

সুতরাং এখন পুরো উম্মতে মুসলেমাহ্‌র মাঝে প্রকৃত মুসলমান তারাই যারা যুগ ইমাম এবং রসূলে করীম (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ প্রেমিকের সাথে সম্পৃক্ত। আমাদের জন্য যদি কোন সমস্যা মাথাচাড়া দেয় তবে তা ভবিষ্যতের শুভ সংবাদ দেয়ার জন্য হয়ে থাকে। সত্য যাচাইয়ের এটি অনেক বড় একটি মাপকাঠি যে, সমস্যার পর সুখ আসে। আহমদীয়া জামাতের ইতিহাস এ কথার স্বাক্ষী যে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় প্রতিটি পরীক্ষা আমাদের জন্য উন্নতির নিশ্চয়তা বা উপকরণ নিয়ে আসে।

বাহ্যিক উপকরণ ছাড়া শুধু সাহচর্যের কারণেও মানুষের ওপর বাজে চিন্তা-ধারার প্রভাব পড়ে থাকে-এ কথাটি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন যে, কেউ কাউকে পাপে প্ররোচিত করুক বা না করুক যদি কোন পাপাচারীর সাহচর্যে মানুষ জীবন কাটায় বা সময় অতিবাহিত করে তাহলে নিজের অজান্তেইসেই পাপ তার মাঝে অনুপ্রবেশ করে। তার অবচেতন মনেই এটি হয়ে যায়। এ কথা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, একবার এক শিখ ছাত্র, যে লাহোরের গভঃ কলেজে পড়ালেখা করতো এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে তার আন্তরিক সম্পর্ক ছিল, হুযূরকে সংবাদ পাঠায়। (আনোয়ারুল উলুম, ২৪ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪২২) অন্য রেওয়ায়েতে আছে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর মাধ্যমে বলে পাঠায় যে, পূর্বে আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় আমার বিশ্বাস ছিল কিন্তু এখন আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে আমার হৃদয়ে সন্দেহ দানা বাঁধছে। এর উত্তরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে এই সংবাদ প্রেরণ করেন যে, কলেজে যেখানে বা যে আসনে তুমি বস, সেই আসন পরিবর্তন কর বা সেই স্থান পরিবর্তন কর। এরপর সে বলে পাঠায় যে, এখন আমার হৃদয়ে আল্লাহ্‌তা'লা সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ নেই। এই কথা যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে শুনানো হয় তখন তিনি বলেন যে, তার ওপর এক ব্যক্তির প্রভাব পড়ছিল যে তার সাহচর্যে বসতো আর সে ছিল নাস্তিক। জায়গা পরিবর্তন পরিবর্তনের পর তার প্রভাব পড়া বন্ধ হয়ে যায় এবং সন্দেহ তিরোহিত হয় । এক পাপাচারীর কাছে বসলে সে কিছু না বললেও নেতিবাচক প্রভাব অবশ্যই পড়ে থাকে আর ভালো মানুষের সাহচর্যে বসলে সে কিছু না বললেও ইতিবাচক প্রভাব পড়ে।

(আনোয়ারুল উলুম, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৫৩৭)

সুতরায় পৃথিবীতে চিন্তা ধারা পরস্পরকে প্রভাবিত করে কিন্তু এটি জানা যায় না । সুতরাং বিশেষত যুবক শ্রেণীর এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত যে, তাদের বন্ধুত্ব এবং তাদের উঠা-বসা এমন মানুষের সাথে হওয়া উচিত যারা তাদের ওপর নোংরা প্রভাব ফেলবে না। একইভাবে টেলিভিশনের অনুষ্ঠানমালার বিষয়টি রয়েছে। এ সম্পর্কে জেষ্ঠ্যদেরও স্মরণ রাখতে হবে যে, তারা ছেলে মেয়েদের বা শিশুদের কতিপয় প্রোগ্রাম দেখতে বারণ করে থাকে । শিশুদের এমন অনুষ্ঠান দেখতে না দিলেও যা তাদের চরিত্রের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে বা অনেক অনুষ্ঠানে লেখা থাকে যে, এটি এই বয়সের ছেলে মেয়েদের জন্য নয় কিন্তু ঘরে স্বয়ং পিতামাতা যদি এমন অনুষ্ঠান দেখে তাহলে কোন না কোন সময় ছেলে মেয়েদের দৃষ্টি তার ওপর পড়েই যায় কেননা পিতা-মাতা দেখে। দ্বিতীয়ত নিজেদের অজান্তেই পরিবেশের প্রভাবও পড়ে থাকে এবং শিশুদের তরবীয়ত প্রভাবিত হয়। এমন পিতা-মাতা যারা এসব অনুষ্ঠান দেখে এটি হতেই পারে না যে, এসব অনুষ্ঠান দেখার পর বা এসব অনুষ্ঠান দেখা সত্ত্বেও তারা তাক্বওয়ার উন্নত মানে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। অনেকেই গভীর রাত পর্যন্ত টিভির প্রোগ্রাম দেখে আর সকালে ফজরের সময় নামাযেও যায় না। সুতরাং পিতা-মাতারও দায়িত্ব নিজেদের ঘরের পরিবেশকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখা কেননা নিজেদের অজান্তেই ছেলেমেয়েদের ওপর এই সমস্ত বিষয়ের প্রভাব পড়ে এবং তাদের তরবীয়ত ও ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষা প্রভাবিত হয়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক জায়গায় বলেন, দোয়ার জন্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কিছু মানুষকে দোয়ার প্রেক্ষাপটে বলতেন যে, একটি নযর বা একটি মানত (উপঢৌকন) নির্ধারণ কর, আমি দোয়া করব।সম্পর্ক দৃঢ় করার জন্য তিনি (আ.)এই নীতি অবলম্বন করতেন।আর এই উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বারবার একটি ঘটনা শুনিয়েছেন যে, এক পুণ্যবান ব্যক্তির কাছে কোন এক ব্যক্তি দোয়া করাতে যায় কেননা তার ঘরের দলিলপত্র হারিয়ে গিয়েছিল। সেই বুযুর্গ বা পুণ্যবান ব্যক্তি বলেন, দোয়া করবো কিন্তু প্রথমে আমার জন্য মিষ্টি নিয়ে আস বা হালুয়া নিয়ে আস। সেই ব্যক্তি আশ্চর্যান্বিত হয় যে, দোয়ার জন্য গেলাম আর আমাকে মিষ্টি বা হালুয়া আনতে বলছে! যাইহোক তার যেহেতু দোয়ার প্রয়োজন ছিল তাই সে মিষ্টি বা হালুয়া ক্রয় করতে যায় এবং মিষ্টির দোকান থেকে মিষ্টি ক্রয় করে। দোকানের মালিক বা মিষ্টি বিক্রেতা যখন একটি কাগজে করে সেই মিষ্টি দিতে যাচ্ছিল তখন সেই ব্যক্তি চিৎকার করে বলে উঠে, এই কাগজ ছিড়বে না,এটিই আমার ঘরের দলিল বা কাগজ। এর জন্যই তো দোয়া চাইতে গিয়েছিলাম। যাহোক সে মিষ্টি নিয়ে আসে এবং বলে যে, ঘরের কবলা বা দলিল আমি পেয়ে গেছি। সেই বুযুর্গ বলেন, মিষ্টি বা হালুয়া চাওয়ার পেছনে আমার উদ্দেশ্য ছিল তোমার সাথে এক সম্পর্ক স্থাপন করা। দোয়ার জন্য সেই সম্পর্ক তো এমনিতেই প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ছিল কিন্তু এর

ফলে তোমার বাহ্যিক বা জাগতিক কল্যাণও হয়েছে।

(মনসবে খিলাফত-আনোয়ারুল উলুম, ২৪ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪২২)

এমন অনেক ঘটনা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রেক্ষাপটে দেখা যায় যে, কোন নিষ্ঠাবান বা কোন নিবেদিত প্রাণ অনুসারীর ব্যবসার উন্নতি বা তার সু-স্বাস্থের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিশেষ বেদনার সাথে এ জন্য দোয়া করেছেন কেননা তারা তাঁর মিশন এবং ইসলামের প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁর কাজে অনেক বেশি বা অসাধারণ আর্থিক সাহায্য করতো। তো এমন কুরবানীর কারণে তাদের সাথে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক বন্ধন গড়ে হয়েছিল।

পুণ্যের ক্ষেত্রে পারস্পরিক প্রতিযোগিতার নসীহত করতে গিয়ে একবার তিনি (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রেক্ষাপটে বর্ণনা করেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দু'জন সাহাবী সম্পর্কে একটি ঘটনা শুনাতেন যে, এক সাহাবী বাজারে বিক্রি করার জন্য একটি ঘোড়া নিয়ে যায়। তখন দ্বিতীয় জন সেই ঘোড়ার বিক্রয় মূল্য জিজ্ঞেস করে। প্রথম সাহাবী একটি মূল্যের কথা উল্লেখ করেন কিন্তু ক্রেতা বলেন যে, না এর মূল্য এটি হবে। তিনি যেই মূল্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন তা বিক্রেতার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি ছিল কিন্তু বিক্রেতা বলেন যে, আমি সেই মূল্যই নিব যা বলেছি। আর ক্রেতা বলছিলেন যে, আমি এ মূল্যই দিব যা আমি নির্ধারণ করেছি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে, এটি সাহাবীদের অতি সামান্য একটি ঘটনা। এটি সততা এবং বিশ্বস্ততার এক তুচ্ছ ঘটনা। তারা তো প্রতিটি পুণ্যের ক্ষেত্রে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করতেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমরা পুণ্যের ক্ষেত্রে পরস্পরের চেয়ে এগিয়ে যাও। এক জন যদি ধর্মের কোন কাজ করে তাহলে তোমরা তার চেয়ে বেশি কাজ করার চেষ্টা কর এবং অন্যের মোকাবেলায় নিজের আমিত্বকে বিসর্জন দাও।

(খুতবাতে মাহমুদ,৫ম খণ্ড পৃষ্ঠা- ৪৪৫ থেকে সংকলিত)

যদি আমাদের সবার চিন্তা-চেতনা এটিই হয় যে, নিজের জাগতিক স্বার্থ সিদ্ধির পরিবর্তে পুণ্যের ক্ষেত্রে একে অন্যের চেয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব,সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য প্রতিযোগিতামূলকভাবে চেষ্টা করব তাহলে যেখানে এটি আমাদের নিজেদের তরবীয়ত বা সুশিক্ষার জন্য নিজের পুণ্যের ক্ষেত্রে কল্যাণকর হবে একই সাথে তা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও উপকারী হবে।আর সেই সাথে এটি জামাতের উন্নতিরও কারণ হবে। অতএব সততা এবং বিশ্বস্ততার এই মান আমাদের প্রতিষ্ঠিত রাখার চেষ্টা করতে হবে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা যার প্রতি সমস্ত আহমদীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত তা হলো, সব সময় স্মরণ রাখবেন, সমস্ত সৌন্দর্যের অধিকারী বা সমস্ত উৎকর্ষ গুণাবলীর অধিকারী হলেন একমাত্র আল্লাহ্ তা'লা। অনুরূপভাবে কাউকে সঠিক পথের দিশা দেওয়াও খোদা তা'লারই কাজ। আমাদের ওপর খোদা তা'লা হিদায়াত প্রচারের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন, তবলীগের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন কিন্তু কাউকে হিদায়াত দেওয়া আল্লাহ্ তা'লার কাজ। আমাদের উচিত এই কাজের জন্য যতটা সম্ভব নিজেদের শক্তি-সামর্থ নিয়োজিত করা আর ফলাফল সৃষ্টি করেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা। কখনো এটি ভাবা উচিত নয় যে, অমুক ব্যক্তি যদি হিদায়াত পেয়ে যায় এবং আহমদী হয়ে যায় তাহলে জামাত উন্নতি করবে। অনেক সময় মানুষ এটি বলে থাকে যে, অমুক অমুক ব্যক্তি যদি আহমদীয়াত গ্রহণ করে তাহলে আহমদীয়াতের উন্নতি হবে আর আমরাও আহমদী হয়ে যাব।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ সম্পর্কে এক জায়গায় বলেন, কতক লোক হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে আসত এবং বলত যে, অমুক ব্যক্তি আমাদের গ্রামে বসবাস করে, যদি সে আহমদী হয়ে যায় তাহলে আমরা গ্রামবাসীরাও আহমদী হয়ে যাব। তাদের এই ধারণা সঠিক নয় কেননা সেই ব্যক্তি গ্রহণ করলেও অনেকেই এমন থেকে থাকে যারা ঈমান আনে না এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করা থেকেও বিরত হয় না। তিনি (রা.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, এক গ্রামে তিন মৌলভী বসবাস করত। সেই গ্রামবাসীরা বলতো যে, এদের মধ্য থেকে কেউ যদি মির্যা সাহেবকে গ্রহণ করে তাহলে আমরা সবাই ঈমান আনব। সেই তিন মৌলভীর একজন বয়আত করে। আল্লাহ্ তা'লা তার ওপর কৃপা করেছেন এবং তিনি বয়আত করেন। তখন সবাই এই কথা বলা আরম্ভ করে যে, একজন মানলে কি আসে যায়, এর তো কান্ডজ্ঞানই নেই, এখনো দু'জন গ্রহণ করেনি, দু'জন তো এমনই আছে যারা মানেনি। এই তিন জন আমাদের বুযুর্গ, এরা মানলে আমরা মানব। যদিও এক জন ঈমান এনেছে তথাপি বলা যায় না যে, তার কান্ডজ্ঞান আদৌ কাজ করছে কি না। এরপর আরো একজন বয়আত করে। কিন্তু তখনও বিরোধীরা বলে যে, এই দুই মৌলভীর বয়আত করলেই কি, এরা তো নির্বোধ। একজন তো এখনো বয়আত করেনি তাই আমরাও মানবো না। অতএব এমন ঘটনা সব সময়ই ঘটে থাকে কিন্তু যাদের অভিজ্ঞতা স্বল্প তারা এ কথাই জপ করতে থাকে যে, অমুক ব্যক্তি মানলে সবাই মানবে, কিন্তু প্রায়শঃ এমনটি ঘটে না।"

(খুতবাতে মাহমুদ,৫ম খণ্ড পৃষ্ঠা- ৪৫০-৪৫১ থেকে সংকলিত)

অতএব আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া উচিত খোদার কৃপা লাভের প্রতি। আমাদের আল্লাহ্ তা'লার ওপর নির্ভর করা উচিত এবং যে কাজ করা প্রয়োজন তা করা উচিত, মানুষের ওপর দৃষ্টি থাকা উচিত নয়। অনেকেই এমন আছে যাদের ওপর অনেক সময় মানুষ নির্ভর করে। কিন্তু যাদের ওপর নির্ভর করা হয় তারা নিজেরাই অনেক সময় পরীক্ষায় নিপতিত হয়। অনেক সময় মানুষ আমাকে লিখে যে, অমুক ব্যক্তি এই এই শর্ত নির্ধারণ করেছে এবং বলে যে, অমুক ব্যক্তি যদি আহমদী হয়ে যায় তাহলে সে বয়আত করবে। তাই দোয়া করুন তার শর্ত যদি পূর্ণ হয় তাহলে সে আহমদীয়াত গ্রহণ করবে আর সে আহমদীয়াত গ্রহণ করলে আমাদের এলাকায় বিপ্লব এসে যাবে। হুযূর বলেন, এর সাথে বিপ্লবের কোন সম্পর্ক নেই। দোয়া এটি করা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা জামাতকে এমন মানুষ দান করুন যারা নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততায় উন্নতি করবে এবং ধর্মীয় উন্নতির ক্ষেত্রে অগ্রগামী থাকবে।

মানবতাকে পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হৃদয়ে কত যে বেদনা ছিল ছিল তার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে এক অশিক্ষিত এবং অকুলিন মহিলা আসে। ভারতে জাতি বৈষম্যের বিষয়টিকে অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেই মহিলা নীচু জাতের মহিলা ছিলেন,তিনি বলেন, হুযূর! আমার ছেলে খ্রীষ্টান হয়ে গেছে তাই দোয়া করুন সে যেন মুসলমান হয়ে যায়। তিনি (আ.) বলেন, তুমি তাকে আমার কাছে পাঠাবে যেন সে আল্লাহ্ তা'লার কথা শুনতে পারে। সেই ছেলে অসুস্থ্য ছিল এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর কাছে চিকিৎসার জন্য এসেছিল। সেই ছেলেযেহেতু কাদিয়ানেই ছিল তাই তিনি (আ.)বলেন, সে তো চিকিৎসা করাচ্ছে তাই তাকে আমার কাছেও পাঠিয়ে দিও। সেই ছেলে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে সেই ছেলে যখন আসতো তখন তিনি (আ.) তাকে নসীহত করতেন এবং ইসলামের কথা বোঝাতেন কিন্তু খ্রীষ্ট ধর্ম তার মাঝে এতটাই বদ্ধমূল ছিল যে, যখন তাঁর (আ.) কথার প্রভাব সেই ছেলের হৃদয়ে পড়তে থাকে তখন তার ধারণা হয় যে, কোথাও আমি মুসলমান না হয়ে যাই। তাই এক রাতে সে নিজের মায়ের অজান্তেই কাদিয়ান থেকে বাটালা চলে যায়। বাটালায় যেখানে খ্রীষ্টানদের মিশন ছিল সে সেখানে চলে যায়। তার মা যখন জানতে পারে তখন তিনিও রাতারাতি পায়ে হেঁটে বাটালা যান এবং তাকে ধরে কাদিয়ান নিয়ে আসেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার ভালোভাবে মনে আছে সেই মহিলা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পায়ে লুটিয়ে পড়তো এবং বলতো যে, আমার ছেলে আমার কাছে তত গুরুত্বপূর্ণ নয়, ইসলামই আমার একান্ত প্রিয় ধর্ম। এই ছেলে আমার একমাত্র সন্তান। আমার বাসনা হলো সে যেন মুসলমান হয়ে যায়। এরপর সে যদি মারা যাওয়ার থাকে তাহলে মারা যাক, আমার কোন আক্ষেপ হবে না। আল্লাহ্ তা'লা সেই মহিলার আকুতি-মিনতি গ্রহণ করেন এবং সেই ছেলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। আর ইসলাম গ্রহণের কয়েক দিন পরই সেই বেচারা ইহধাম ত্যাগ করে।

(আল-ফজল, ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৯, পৃষ্ঠা-৩, খণ্ড-১৩, নম্বর ৪৮)

তো সেই মহিলাও জানতেন যে, স্বধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য যদি শেষ কোন মানবীয় ওসীলা থেকে থাকে তাহলে তিনি হলেন হযরত মসীহ্ মওউদ, (আ.) কেননা কেবল তাঁর মাঝেই ইসলামের প্রকৃত বেদনা ছিল, তিনিই প্রকৃত বেদনা নিয়ে অন্যদের কাছে বাণী পৌঁছাতে পারেন, তবলীগ করতে পারেন এবং বোঝাতে পারেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সংশোধনের রীতির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে এক জায়গায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, অনেক সময় সংশোধন করতে গিয়েও মানুষ ভুল পন্থায় এমনভাবে কথা বলে যে, সংশোধনের পরিবর্তে মানুষ বিদ্রোহী হয়ে উঠে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সংশোধনের পদ্ধতিও বড় সূক্ষ্ম এবং অদ্ভূত ছিল। একবার এক ব্যক্তি তাঁর কাছে আসে। তার অর্থাভাব ছিল, কথায় কথায় সে বলে যে, এই অভাবের কারণে আমি এভাবে সুপারিশ নিয়ে ট্রেনে সফর করেছি। সম্ভবত তার রীতি কিছুটা অবৈধ ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তখন তাকে এক রুপিয়া দিয়ে মুচকি হেসে বলেন, ,আশা করি যাওয়ার পথে তোমার আর এমনটি করার প্রয়োজন হবে না। (সে যুগে এক রুপিয়ার অনেক মূল্য ছিল।) তো এভাবে তিনি (আ.) তাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, সব সময় বৈধ কাজই করা উচিত।

(জামাত কাদিয়ান কো নসীহত, আনোয়ারুল উলুম, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৩)

এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বারবার কাজ শেখা এবং পরিশ্রমের প্রতি জামাতের সদস্যদের মনোযোগ আকর্ষন করেছেন। এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করতে গিয়ে তিনি (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে,এক স্বল্পবোধ-বুদ্ধি সম্পন্ন যুবক ছিল। সে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছেই থাকতো। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমার মনে আছে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে একটি ছেলে ছিল যার নাম ছিল ফাজ্জা। তিনি (আ.) কাজ শেখার জন্য তাকে কোন মিস্ত্রির সাথে কাজে লাগিয়ে দেন। কিছুদিন পরই সে মিস্ত্রির কাজ শিখে নেয় এবং মিস্ত্রি হয়ে যায়। তিনি (রা.)বলেন যে, তার বোধ-বুদ্ধি খুবই স্বল্প হলেও সে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং ধার্মিক ছিল। সে অ-আহমদী হিসেবে এখানে আসে এবং পরে আহমদীয়াত গ্রহণ করে। তার বোধ-বুদ্ধি এমনই ছিল (তার স্বল্প বোধের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তিনি বলেন) যা এই ঘটনাটি থেকে পরিস্কার হয়ে যায়। একবার কিছু অতিথি আসে। তখন পৃথক কোন অতিথিশালা ছিল না। প্রাথমিক যুগের কথা, তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ঘর থেকেই অতিথিদের জন্য খাবার পাঠানো হতো। শেখ রহমতউল্লাহ্ সাহেব, ডাক্তার মির্যা ইয়াকূব বেগ সাহেব, খাজা কামালউদ্দিন সাহেব ও কোরাইশি মোহাম্মদ হোসেন সাহেব কাদিয়ান আসেন এবং তাদের সাথে আরো এক বন্ধু ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ফাজ্জাকে তাদের জন্য চা প্রস্তুত করতে বলেন এবং তাকে অতিথিদের চা দিয়ে আসার নির্দেশ দেন। সে আবার কাউকে চা দিতে ভুলে না যায় এই ধারণার বশবর্তী হয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)তাকে তাকীদ করেন যে, দেখ! পাঁচ জনকেই চা দিতে হবে, কাউকে ভুলবে না আর একই সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুরোনো আরো একজন চাকর যার নাম ছিল চেরাগ, তাকেও সাথে পাঠান। তাদের উভয়ে যখন মেহমানদের জন্য চা নিয়ে যায় তখন জানা যায় যে, মেহমানরা বাইরের কক্ষে ছিল না বরং তারা সবাই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য গিয়েছেন। তাই

এরা দুই জন চা নিয়ে সেখানে গিয়ে পৌঁছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, চেরাগ পুরোনো কর্মচারী ছিল। সে প্রথমে চায়ের পেয়ালা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর সামনে রাখে কেননা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর পুণ্য এবং পদ মর্যাদার কথা তার মাথায় ছিল। তাই সে চায়ের পেয়ালা প্রথমে তাঁর সামনে রাখে। কিন্তু ফাজ্জা তার হাত ধরে ফেলে এবং বলে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর নাম উল্লেখ করেননি। চেরাগ তাকে চোখের ইশারায় এবং কনুই মেরে এই কথা বোঝানোর চেষ্টা করে যে, নিঃসন্দেহে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর নাম উল্লেখ করেন নি কিন্তু এখানে তিনিই সবচেয়ে বেশী সম্মানিত তাই প্রথমে চা তাঁর সামনে রাখা উচিত। কিন্তু ফাজ্জা বারবার শুধু এটিই বলছিল যে, হযরত সাহেব শুধু পাঁচ জনের নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁর নাম উল্লেখ করেননি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, তার বোধ-বুদ্ধি এ পর্যায়েরই ছিল, এতটা কথাও সে বুঝত না কিন্তু মিস্ত্রির সাথে যখন তাকে নিযুক্ত করা হয় তখন স্বল্প সময়ের ভিতরেই সে মিস্ত্রি হয়ে যায়।

(খুতবাতে মাহমুদ, ৩৫ খণ্ড , পৃষ্ঠা-২৮৯-২৯০ থেকে সংকলিত)

তাই হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন যে, বিভিন্ন দেশে এবং দরিদ্র দেশেও আর এখানে এসেও অনেকেই অকর্মণ্য বসে থাকে। কিন্তু মানুষ সামান্য মনোযোগ দিলেই কাজ শিখতে পারে এবং আয় উপার্জন করতে পারে বরং জন কল্যাণমূলক ও মানব সেবা মূলক কাজেও অবদান রাখতে পারে।

আল্লাহ্ তা'লার প্রদি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আত্মাভিমানের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে তিনি (রা.) একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, এখানে এক ব্যক্তি ছিল যে পরবর্তীতে একনিষ্ঠ আহমদী হয়ে যায়। হুযূরের সাথে তার গভীর সম্পর্ক ছিল কিন্তু আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বে হুযূর (আ.) কুড়ি বছর পর্যন্ত তার সাথে অসন্তুষ্ট ছিলেন। এর কারণ হলো,তার একটি কথায় হুযূর খুবই অসন্তুষ্ট হন। আর তা যেভাবে ঘটে তা হলো, তার এক ছেলে মারা যায়। হুযূর (আ.) নিজ ভাইসহ তাদের ঘরে শোক প্রকাশ করতে যান। তাদের রীতি ছিল ভালো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখে এমন কোন ব্যক্তি আসলে তাকে জড়িয়ে ধরে তারা কাঁদতো এবং চিৎকার করতো। এই রীতি অনুসারে সেই ব্যক্তি হুযূরের বড় ভাইকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে গিয়ে বলে যে, আল্লাহ্তা'লা আমার ওপর অনেক বড় যুলুম করেছেন, নাঊযুবিল্লাহ্। এটি শুনে হুযূরের এমন ঘৃণা জন্মে যে, সেই ব্যক্তির চেহারা দেখাও তিনি পছন্দ করতেন না। পরবর্তীতে আল্লাহ্ তা'লা সেই ব্যক্তিকে সুযোগ দেন,সে এই অজ্ঞতা থেকেবেরিয়ে আসে এবং আহমদীয়াত গ্রহণ করে।

(তকদীরে ইলাহী, আনোয়ারুল উলুম, ৪র্থ খণ্ড,পৃষ্ঠা- ৫৪৪-৫৪৫)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব সংক্রান্ত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) -এর একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলতেন, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন যে, "হযরত মীর মোহাম্মদ ইসমাঈল সাহেবের সাথে এক নাস্তিক পড়ালেখা করত, অর্থাৎ আল্লাহ্র অস্তিত্বের প্রমাণ কি সে সংক্রান্ত ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন,একবার যখন ভূমিকম্প হয় তখন তার মুখ থেকে নিজের অজান্তেই 'রাম রাম' শব্দ বেরিয়ে পড়ে। সে প্রথমে হিন্দু ছিল পরে নাস্তিক হয়ে যায়। মীর সাহেব যখন শুনলেন তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন যে, তুমি তো আল্লাহ্কে মানো না তাহলে রাম রাম বললে কেন? সে বলে যে, ভুল হয়ে গেছে। এমনিই মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, আসল কথা হলো নাস্তিকরা অজ্ঞতার শিকার হয়ে থাকে আর আল্লাহ্ তা'লার মান্যকারীরা জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাই মৃত্যুর সময় বা ভয়ের সময় নাস্তিকরা বলে যে, হতে পারে আমি ভ্রান্তিতে রয়েছি। নতুবা তারা যদি জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকত তাহলে এর পরিবর্তে মৃত্যুর সময় নাস্তিকরা অন্যদের বলতো যে, আল্লাহ্ সম্পর্কে অলীক ধারণা ছেড়ে দাও, কোন খোদা নেই। কিন্তু বাস্তবে এর বিপরীত চিত্র চোখে পড়ে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের এটি অনেক বড় একটি প্রমাণ যে, সব জাতির মাঝেই এই ধারণা পাওয়া যায়।

(হাস্তীয়ে বারী তা'লা, আনোয়ারুল উলুম, ৬ষ্ঠ খন্ড-পৃষ্ঠা-২৮৬)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি আল্লাহ্ তা'লার সমর্থন এবং আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যের প্রেক্ষাপটে তার(আ.)আন্তরিক চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক জায়গায় বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই অবস্থার ধারণা সেই নোট (বর্ণনা) থেকেও করা যায় যা তিনি তাঁর এক ব্যক্তিগত নোটবুকে লিখেছেন এবং যা আমি নোটবুক থেকে সংগ্রহ করে ছাপিয়ে দিয়েছি। এতে কোন প্রকার কৃত্রিমতা আছে বলে মনে করতে পারে না, কারণ তিনি (আ.) দুনিয়ার মানুষকে দেখানোর জন্য সেই নোট লিখেননি। এটি তাঁর প্রভুর সাথে এক ব্যক্তিগত আলাপচারিতা ছিল আর আল্লাহ্র দরবারে তাঁর এক বিনয়াবনত দোয়া ছিল যা লেখকের কলম থেকে উৎসারিত হয়েছে এবং আল্লাহ্র দরবার পর্যন্ত পৌঁছেছে। এমনিতে সেই নোট দুনিয়াতে প্রচারিত হওয়ার জন্য লেখা হয়নি আর তা সম্ভবও ছিল না যদি আল্লাহ্ তা'লা বিশেষ প্রজ্ঞার অধীনে তা আমার হাতে না পৌঁছাতেন আর আমি তা প্রচার না করতাম। এই লেখায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লাকে সম্বোধন করে বলেন যে, "হে খোদা! আমি তোমাকে কিভাবে পরিত্যাগ করতে পারি, যখন কোন বন্ধু এবং সহমর্মী আমার কোন সাহায্য করতে পারে না তখন তুমিই আমায় আশ্বস্ত কর এবং সাহায্য কর।" এটি হলো সেই নোটের মর্মার্থ।

(ইফতেতাহী তকরীর জলসা সালানা, আনোয়ারুল উলুম ১০ম খণ্ড-পৃঃ-৬০)

সকল আহমদীর নৈতিক চরিত্রের মান অতি উন্নত হওয়া উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বারবার এ সম্পর্কে নসীহত করেছেন। এই প্রেক্ষাপটে তাঁর নিজের আদর্শ কেমন ছিল, বিরোধীদের সাথে তিনি কিভাবে সদ্ব্যবহার করতেন তার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্মওউদ (রা.) বলেন, এক বন্ধু বলেন যে, একবার হিন্দুদের মধ্য থেকে এক ঘোর বিরোধীর স্ত্রী মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়। চিকিৎসক তার জন্য যেসব ঔষধ প্রস্তাব করেছে সেগুলোর একটি ছিল কস্তুরি। সে যখন অন্য কোন জায়গা থেকে কস্তুরি পায়নি তখন লজ্জিত ও অনুতপ্ত অবস্থায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে আসে এবং নিবেদন করে, যদি আপনার কাছে কস্তুরি থাকে তাহলে আমাকে দান করুন। সম্ভবত তার এক বা দুই রতি কস্তুরির প্রয়োজন ছিল কিন্তু সে নিজেই বর্ণনা করে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) শিশি বা বোতল ভরে কস্তুরি নিয়ে আসেন এবং বলেন যে, আপনার স্ত্রীর রোগ ভয়াবহ তাই পুরোটাই নিয়ে যান।

(খুতবাতে মাহমুদ, ১৫ খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১২৪ থেকে সংকলিত)

অশান্তি, উত্তেজনা এবং প্ররোচনা এড়িয়ে চলার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কি শিক্ষা দিতেন সে সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, তাঊন শব্দ অর্থাৎ প্লেগ 'তা'ন' থেকে এসেছে যার অর্থ হলো বর্শা নিক্ষেপ করা। সেই খোদা যিনি মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে তাঁর শত্রুদের ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক নিদর্শন দেখিয়েছেন তিনি এখনও বিদ্যমান। এখনও তিনি অবশ্যই স্বীয় শক্তির বহিঃপ্রকাশ করবেন, তিনি নীরব থাকবেন। তবে আমরা নীরব থাকব আর জামাতকে নসীহত করব যে, নিজেদের আবেগ অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখুন আর দুনিয়াবাসীকে দেখিয়ে দিন যে, এমন একটি জামাতও পৃথিবীতে থাকতে পারে যারা সকল প্রকার অশান্তি, উত্তেজনা ও প্ররোচনা মূলক কথা শুনেও শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করতে পারে।

(বর্তমান পরিস্থিতি প্রসঙ্গে জামাত আহমদীয়াকে নসীহত, আনেয়ারুল উলুম ১৩ খণ্ড-পৃষ্ঠা- ৫১১-৫১২ থেকে সংকলিত)

দোয়া সম্পর্কে এই ঘটনাটি আমি পূর্বেও বর্ণনা করেছি যে, কত বেদনার সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দোয়া করতেন। প্রথমতঃ অভিশাপ দেবে না, দ্বিতীয়ত সকল নৈরাজ্যের মুখে আমাদেরকে শান্তিপূর্ণভাবে জীবন কাটাতে হবে। দোয়ায় বিশেষ অবস্থা সৃষ্টির জন্য মসীহ্ মওউদ (আ.) একটি দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন: "মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন যদি কোন ব্যক্তি মনে করে যে, দোয়ার সময় সত্যিকার অর্থে তার হৃদয় বিগলিত হয় না তাহলে তাকে কৃত্রিমভাবে কাঁদার চেষ্টা করা উচিত। যদি সে এমনটি করে তাহলে এর ফলে সত্যিকার অর্থে তার হৃদয় বিগলিত হবে। (খুতবাতে মাহমুদ ১৫ খণ্ড, পৃঃ-১৬৬)

দোয়ায় কেমন অবস্থা সৃষ্টি করা উচিত এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি আরও বলেন, আমাদের কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যর্থতা আর শত্রু কর্তৃক এভাবে পরিবেষ্টিত হওয়ার কারণ হলো আমাদের মাঝে এমন একটি শ্রেণী আছে যারা দোয়ায় শিথিলতা প্রদর্শন করে (আর আজও এটি সত্য) অনেকেই এমন আছে যারা দোয়া করতেও জানে না। তারা এটিও জানে না যে, দোয়া কাকে বলে। (আমরা বিপ্লবের বুলি আওড়াই ঠিকই কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমাদের অনেক দুর্বলতা রয়েছে) এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে, এক মৃত্যুকে বরণের নামই হলো দোয়া। তিনি (আ.) বলতেন, 'জো মাঙ্গে সো মার রাহে, জো মারে সো মাঙ্গান জায়ে' অর্থাৎ কারো কাছে চাওয়া এক প্রকার মৃত্যু আর মৃত্যু বরণ করা ছাড়া কোন মানুষ চাইতে পারে না। যতক্ষন পর্যন্ত মানুষ নিজের ওপর এক প্রকার মৃত্যু আনয়ন না করবে সে চাইতে পারবে না। তাই দোয়ার অর্থ হলো, মানুষের নিজের ওপর এক প্রকার মৃত্যু আনয়ন করা। যে ব্যক্তি জানে যে, আমি এ কাজ করতে পারি সে কখনো সাহায্যের জন্য কাউকে ডাকবে না। এক ব্যক্তি কাপড় পরার জন্য পাড়ার লোকদের কি ডাকবে যে, আস আমাকে কাপড় পরাও? অথবা বাসন ধোয়ার জন্য অন্যদেরকে বলবে কি যে, আস আমার প্লেট ধুয়ে দাও? বা কলম উঠানোর জন্য অন্যের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয় কি? মানুষ তখনই অন্যের কাছে সাহায্য চায় যখন সে জানে যে, এ কাজ আমার দ্বারা করা সম্ভব নয়। নতুবা যে মনে করে যে, আমি এই কাজটি নিজেই করতে পারি সে কখনো অন্যের কাছে সাহায্য চায় না। কেবল সেই ব্যক্তিই অন্যের কাছে সাহয্য চায় যে বিশ্বাস রাখে যে, এই কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। একইভাবে আল্লাহ্ তা'লার কাছেও সেই ব্যক্তিই চাইতে জানে যে তাঁর সামনে নিজেকে মৃত জ্ঞান করে এবং তাঁর সামনে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সহায় শক্তিহীন হিসেবে প্রকাশ করে। আল্লাহ্ তা'লা জানেন যে, মানুষ যতক্ষন পর্যন্ত আমার পথে মৃত্যু বরণ না করবে ততক্ষন দোয়া, দোয়া নয়। এটি তখন এমনই একটি বিষয় হবে যে, এক ব্যক্তি কলম উঠানোর শক্তি রাখে তারপরও সে যদি সাহায্যের জন্য অন্যদের ডাকে তাহলে এটি কি হাস্যকর হবে না? যখন এক ব্যক্তি জানে যে, তার মাঝে কলম উঠানোর শক্তি আছে তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি তার সাহায্য করবে না। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি এটি বিশ্বাস রাখে যে, আমি অমুক কাজ করতে পারি, সে যদি এর জন্য দোয়া করে তাহলে তার দোয়া প্রকৃত দোয়া হবে না। তার দোয়াই প্রকৃত দোয়া আখ্যা পাওয়ার যোগ্য যে নিজে নিজের ওপর এক প্রকার মৃত্যু আনয়ন করে এবং নিজেকে একেবারেই তুচ্ছ মনে করে। এই অবস্থা যে ব্যক্তি সৃষ্টি করতে পারে সে-ই আল্লাহ্র দরবারে সফল এবং তার দোয়াই গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

(খুতবাতে মাহমুদ ১৫ খণ্ড, পৃঃ-১৬৬)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এই তৌফিক দিন আমরা যেন নিজেদের মাঝে উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী সৃষ্টি করতে পারি আর ইবাদতেরও উন্নত মানে উপনীত হতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে গ্রহণযোগ্য দোয়ার তৌফিক দিন এবং এর জন্য যে দায়িত্ব আমাদের ওপর অর্পিত হয় তাও যেন আমরা পালন করতে পারি। (আমীন)

সারাংশ....

আটের পাতার পর

আমার নিয়ন্ত্রণে নেই। কোন মানুষ বলতে পারে না যে, আমি নিজের ইচ্ছায় বা জেনেশুনে এটির সূচনা করেছি অর্থাৎ তাহরীকে জাদীদের প্রবর্তন, যার সূচনা ১৯৩৪ সনে এমন পরিস্থিতিতে হয়েছে যা কোনভাবেই আমার নিজের নিয়ন্ত্রণে ছিল না। সরকারের একটি কাজ যাতে জামাতের বিরুদ্ধে কিছু কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার ষড়যন্ত্র ছিল এবং আহরারের ফিতনা ও নৈরাজ্যের কারণে আল্লাহ্ তা'লা আমার হৃদয়ে এই তাহরীকের প্রেরণা যোগান বা ইলক্বা করেন। আর এই তাহরীকের প্রথম যুগের জন্য আমি যে সময় নির্ধারণ করেছি তা হলো দশ বছর। প্রত্যেক মানুষ যখন কুরবানী করে বা ত্যাগ স্বীকার করে এরপর তার জন্য একটি ঈদের দিনও আসে। দেখ! রমযান মাসের রোযার পর ঈদ এসে থাকে। অনুরূপভাবে আমাদের তাহরীকে জাদীদের দশ বছর যখন সমাপ্ত হবে, তিনি যখন এটি বলছিলেন তখনও তা সমাপ্ত হয়নি, তিনি বলেন, এই দশ বছরের পরের বছর হবে আমাদের জন্য ঈদের বছর। তিনি বলেন, আশ্চর্যজনক বিষয় হলো ১৯৪৫ সনকে যদি তাহরীকে জাদীদের প্রেক্ষাপটে দেখা হয় যা দশ বছরের তাহরীক ছিল তাহলে এটি হবে একাদশতম বছর যা ঈদের বছর। আর এই বছরটি আরম্ভ হয় সোমবারের মাধ্যমে আর সোমবারকে 'দো শাম্বা' বলা হয়। অতএব আল্লাহ্ তা'লা এই বাক্যে এই সংবাদও দিয়েছেন যে, এক যুগে ইসলামের খুবই দুর্বল অবস্থায় ইসলাম প্রচারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ তবলীগি প্রতিষ্ঠানের ভীত রচিত হবে। আর এর প্রথম যুগ যখন সফলতার সাথে সমাপ্ত হবে তখন তা জামাতের জন্য এক কল্যাণময় যুগ হবে।

আর সেই দীর্ঘ স্বপ্ন যা সম্পর্কে আমি বলেছি যে, যাতে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) মুসলেহ্ মওউদ হওয়ার দাবি করেছেন, সে সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এই স্বপ্নে আমার মুখ থেকে এই বাক্য নিঃসৃত হয় যে, 'আনাল মসীহুল মওউদ, মসীলুহু ওয়া খলীফাতুহু' (অর্থাৎ আমি মসীহ্ মওউদ, তাঁর মসীল এবং খলীফা)। এই শব্দগুলো আমার মুখ থেকে নিঃসৃত হওয়া একটি বিস্ময়কর বিষয় ছিল। পরবর্তীতে এই স্বপ্ন শুনার পরমানুষ বলে যে, মসীহি নফস্ (অর্থাৎ নিরাময়ী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী) হওয়ার উল্লেখ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ১৮৮৬ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারীর ভবিষ্যদ্বাণীতে রয়েছে। আর তিনি সারা পৃথিবীতে ইসলাম প্রচারের ভিত্তি স্থাপন করে পৃথিবীর হৃদয়কে শিরক বা বহুঈশ্বরবাদ থেকে পবিত্র করেছেন। তিনি বলেন, স্বপ্নে আমি আরো দেখি যে, আমি ছুটছি, এটি নয় যে, কেবল দ্রুত পায়ে হাঁটছি বরং দৌড়াচ্ছি আর ভূমি আমার পদতলে ক্রমশঃ সংকুচিত হয়ে আসছে।

প্রতিশ্রুত পুত্র সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে অন্তর্ভুক্ত আরো একটি কথা হলো, সে দ্রুত বড় হবে। অনুরূপভাবে আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি কতিপয় অজানা দেশে গিয়েছি আর সেখানে আমি আমার কাজ সমাপ্ত করিনি বরং আমি আরো এগিয়ে যাওয়ার সংকল্প করি। স্বপ্নে আমি বলি যে, হে আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞ বান্দা! এখন আমি এগিয়ে যাব, আর সফর থেকে যখন ফিরে আসব তখন দেখবো যে, তুমি তওহীদ বা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছ, শিরক বা বহু ঈশ্বরবাদ নিশ্চিহ্ন করেছ আর ইসলাম এবং মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষাকে হৃদয়ে গ্রথিত এবং প্রথিত করে দিয়েছ। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি যে কালাম বা বাণী অবতীর্ণ করেছেন তাতে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে যে, সে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে খ্যাতি লাভ করবে অর্থাৎ তিনি তবলীগের কাজকে অগ্রগামী করবেন বা ত্বরান্বিত করবেন। আজ আমরা দেখি যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী নিশ্চয় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর যুগে বড় মহিমার সাথে পূর্ণতা লাভ করেছে। একইভাবে তাঁর এই দীর্ঘ স্বপ্নে মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আরও অনেক কথা আছে যা বিভিন্নভাবে স্বপ্নে তাঁকে দেখানো হয়েছে। যাহোক এখন স্বপ্নের প্রেক্ষাপটে বিষয় উপস্থাপনের পরিবর্তে স্বপ্নের পরের বিষয় বর্ণনা করবো। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষাপটে কিছু ঘটনা বা এই ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে

সেই ঘটনার যে সামঞ্জস্য যা তাঁর যুগে ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা স্বরূপ সামনে এসেছে তা কিভাবে হয়েছে সেটি বর্ণনা করেন। এখন আমি সংক্ষিপ্তভাবে সেটি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। তিনি বলেন, মানুষ বলতো এ তো নিছক এক বালক। সে যুগে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে খিলাফতের আসনে আসীন করেন। এর প্রতিও ভবিষ্যদ্বাণীতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সে দ্রুত বড় হবে বা বৃদ্ধি পাবে। তিনি বলেন, আল্লাহ্ আমাকে এত দ্রুত বড় করেন যে, শত্রুরা হতভম্ব হয়ে যায়। কেননা মাত্র কয়েক মাস পূর্বে যারা আমাকে বালক বলতো কয়েক মাস পরই তারা আমাকে এক তঞ্চক, অভিজ্ঞ প্রবঞ্চক বলা শুরু করে এবং আমার দুর্নাম করতে থাকে। এক কথায় শৈশবেই আল্লাহ্ তা'লা আমার হাতে জামাতের অগ্রগতির পথে বিপত্তি সৃষ্টিকারীদের পরাজিত করেন। আমার হাতে যখন এই জামাত ন্যাস্ত করা হয় তখন সংখ্যা যা ছিল আজ আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এই সংখ্যা তার চেয়ে শত শত গুণ বেশি। তখন যেসব দেশে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নাম পৌঁছেছিল আজ তার চেয়ে বহুগুণ বেশি দেশে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নাম পৌঁছে গেছে। সুতরাং সেই খোদা যিনি বলেছিলেন, সে খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাবে আর আল্লাহ্ তা'লার ছায়া তার মাথায় থাকবে, সেই ভবিষ্যদ্বাণী এত মহিমার সাথে পূর্ণতা লাভ করেছে যে, ঘোর শত্রুও তা অস্বীকার করতে পারবে না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই ভবিষ্যদ্বাণীকে এত গুরুত্বপূর্ণ আখ্যা দিয়েছেন যে, আমি যেভাবে প্রথমেই এ সংক্রান্ত উদ্বৃতি উপস্থাপন করেছি যে, এটি কেবল এক ভবিষ্যদ্বাণীই নয় বরং এক মহান নিদর্শন। ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে সেই সন্তানের জন্ম ৯ বছরের ভিতর হওয়ার ছিল, মূল ভবিষ্যদ্বাণীর শব্দ এটি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, কেউ তো নিজেই জানে না যে, ৯ বছর জীবিত থাকবে কি না আর এটিও জানা থাকে না যে, এই সময়ের ভিতর কোন সন্তান হবে। পুত্র সন্তান হওয়া সংক্রান্ত আনুমানিক কোন ধারণা বা কথা বলার তো প্রশ্নই উঠে না, তাছাড়া এতে শুধু এক পুত্রের জন্মের ভবিষ্যদ্বাণীই করা হয়নি বরং বলা হয়েছে যে, সেই সন্তান ইসলামের সম্মান এবং মহিমার কারণ হবে। সেটি কত ভয়ানক যুগ ছিল যখন শত্রুরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ওপর চতুর্দিক থেকে শুধু এ কারণে হামলা করছিল যে, তিনি ইলহাম লাভের দাবি করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে, আমার প্রতি ইলহাম হয়, মুজাদ্দিদের দাবিও ছিল না, মা'মূর হওয়ার দাবিও ছিল না। আর সেই সময় এক সন্তানের ভবিষ্যদ্বাণী করা যিনি এমন মহান গুণাবলীর আধার হবেন, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, কারও নায়েবের খ্যাতির কথা যখন বলা হয় এর অর্থ হলো তার মুনীব এবং অনুসরণীয় নেতার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে। আল্লাহ্ তা'লা ভবিষ্যদ্বাণীতে যে বলেছেন, তিনি পৃথিবীর প্রান্ত প্রান্ত পর্যন্ত খ্যাত হবেন, এর অর্থ হলো তার মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও পৃথিবীর প্রান্ত প্রান্ত পর্যন্ত খ্যাতি লাভ করবেন। দেখ! ভবিষ্যদ্বাণী কত স্পষ্ট। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে আফগানিস্তান একমাত্র দেশ ছিল যে দেশ সম্পর্কে গুরুত্বের সাথে বলা যায় যে, আহমদীয়াতের বাণী সেখানে বিস্তার লাভ করেছে। আর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা যখন খলীফা নিযুক্ত করেন খোদা তা'লার অপার অনুগ্রহে সুমাত্রা, জাভা, স্ট্রেট সেটেলম্যান্ট, চীন ইত্যাদি দেশে আহমদীয়াতের প্রসার ঘটে। একইভাবে মরিশাস এবং আফ্রিকার অন্যান্য দেশেও আহমদীয়াত বিস্তার লাভ করে। সেই সাথে মিশর, ফিলিস্তিন, ইরান এবং অন্যান্য আরব দেশসহ ইউরোপের বেশ কিছু দেশেও আহমদীয়াত ছড়িয়ে পড়ে। আর কোন কোন স্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর যুগেও জামাতের সংখ্যা সহস্র সহস্র হয়ে যায়। আফ্রিকায় লক্ষ লক্ষ আহমদী ছিল। এই ভবিষ্যদ্বাণীতে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আরো একটি সংবাদ এটি দেয়া হয়েছে যে, তাকে জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ব্যাখ্যার আলোকে আর কুরআনী ইচ্ছা অনুসারে দূরীভূত করবেন এবং ইসলামের সুরক্ষার দায়িত্ব পালন করবেন। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা নিজের কাজ করেছেন আর আমার রচনাবলীর ওপর তাঁর সত্যায়নের মোহর লাগিয়েছেন। তিনি বলেন, যতদিন আল্লাহ্ তা'লা আমায় আদেশ করেন নি, আমি নীরব ছিলাম। কিন্তু খোদা তা'লা যখন আমাকে অবহিত করলেন আর শুধু অবহিতই করলেন না বরং বললেন যে, আমি যেন মানুষকেও তা জানিয়ে দেই, তখন আমি আপনাদেরকে তা অবহিত করছি যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী সকল দৃষ্টিকোণ থেকে আমার ক্ষেত্রে পূর্ণ হয়। তিনি বলেন, খোদা তা'লা শুধু আমাকেই তা জানানোর নির্দেশ দেন নি বরং নিজ অনুগ্রহে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন যা এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নের জন্য প্রমাণস্বরূপ। যেভাবে আকাশে চন্দ্র উদিত হ লে তার চতুর্দিকে নক্ষত্ররাজী নিয়ে আসেন, অনুরূপভাবে এই দিনগুলোতে অনেকেই এমন স্বপ্ন দেখেছে যাতে আমার সেই স্বপ্নের বিষয়ের পুনরাবৃত্তি রয়েছে।

এরপর তিনি তাঁর কিছু স্বপ্ন এবং ইলহামের কথা নিজ সমর্থনে তুলে ধরেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, আল্লাহ্ তা'লা বারংবার আমার সামনে অদৃশ্যের সংবাদ প্রকাশ করে এই ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য প্রমাণ করেছেন যে, মুসলেহ্ মওউদ খোদার তৌহীদের জ্ঞানে সম্মানিত হবেন, এগুলো খোদার নিদর্শন যা তিনি আমার সামনে প্রকাশ করেছেন। মানুষ বলে যে, বন্ধুরা তো বা আহমদীরা তো পূর্বেই বলে আসছে যে, এই সব ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নস্থল আমি অথচ আমি এখন মাত্র দাবি করলাম যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী আমার ক্ষেত্রেই পূর্ণতা লাভ করেছে। তো এর পিছনে হিকমত কি বা যুক্তি কি। তিনি বলেন, এর পিছনে হিকমত বা যুক্তি সেটিই যা কুরআন বলে যে, ما كان الله ليضيع ايمانكم (সূরা বাকারা: ১৪৪) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা যখন নবীর আবির্ভাবের পর প্রতিশ্রুত কাউকে দাঁড় করান তখন তিনি এটি পছন্দ করেন না যে, তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামাত অবিশ্বাসের শিকার হবে বা তাদের ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। তাই তিনি এমন পরিস্থিতির অবতারণা করেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী তাকে প্রতিশ্রুত বা মওউদ মানতে বাধ্য হয়।মানুষ যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলো আমার সত্তায় পূর্ণ হতে দেখে তখন তারা ঈমান এবং বিশ্বাসে আরো দৃঢ় হয়, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্তায় তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। তিনি বলেন, আমার পক্ষ থেকে পরে ঘোষণা করা আর জামাতের পক্ষ থেকে পূর্বেই আমাকে এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নস্থল আখ্যা দেয়ার ক্ষেত্রে হিকমত হলো, আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদেরকে দ্বিতীয়বার কুফর এবং ইসলামের পরীক্ষায় নিপতিত করে তাদের ঈমান নষ্ট করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না আর তিনি এটি চাইতেন না যে, জামাতের ওপর দু'টো মৃত্যু আসবে, প্রথম মৃত্যু সেটি যখন এরা অর্থাৎ যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনেছে তারা মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মিথ্যা আখ্যায়িত করেছিল কিন্তু পরবর্তীতে তাদের কোন পুণ্যের কারণে আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করেছেন, তাদেরকে জীবিত করেছেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতভুক্ত করেছেন। তারা আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করেছেন, কষ্ট সহ্য করেছেন কিন্তু নিজেদের ঈমানকে নষ্ট হতে দেন নি, ঈমানকে অক্ষুন্ন রেখেছেন। এরপর এই ধারণা করা যে, পরীক্ষায় যারা সফলভাবে উত্তীর্ণ হয় তাদের জীবদ্দশায় আল্লাহ্ তা'লা এমন এক প্রতিশ্রুত ব্যক্তি প্রেরণ করবেন যার সত্যতার নিদর্শন তার দাবির দীর্ঘকাল পর প্রকাশিত হবে, এর অর্থ এটি দাঁড়ায় যেন, মু'মিনদের পুনরায় অবিশ্বাসের মুখে ঠেলে দেয়া আর সাহাবীদের পুনরায় অবিশ্বাসের জগতে ফিরিয়ে দেয়া। এমনটি করা আল্লাহ্ তা'লার সুন্নত বা রীতি পরিপন্থি। তাই আল্লাহ্ তা'লা হযরত মুসলেহ্ মওউদ সম্পর্কে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে গঠিত যেই জামাত ছিল সেই জামাতের সামনে এবং তাদের জীবদ্দশায় ও তাদের উপস্থিতিতে মুসলেহ্ মওউদ আসার কথা অর্থাৎ সাহাবীদের সময় তার দাবি করার কথা। তাই তিনি এ রীতি অবলম্বন করেন যে, প্রথমে তাকে জামাতের খলীফা বানিয়ে তাদেরকে তার আনুগত্য করিয়ে সেই সব ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করার ব্যবস্থা হাতে নেন যা তার সম্পর্কে বলা হয়েছে। আর জামাতের সামনে যখন তা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে যায় তখন তাকেও অর্থাৎ খলীফাতুল মসীহ্ বা মুসলেহ্ মওউদ যার হওয়ার ছিল তাকেও স্বর্গীয় সংবাদের ভিত্তিতে অবহিত করেন যেন আকাশ এবং পৃথিবী এই উভয়টির স্বাক্ষ্য এক জায়গায় সমবেত হয় আর মু'মিনদের জামাত যেন কুফর এবং অস্বীকারের কলুষ থেকে নিরাপদ থাকে।

আল্লাহ্ তা'লা এ যুগেও সবার ঈমানকে সুরক্ষিত রাখুন, সব আহমদীর ঈমান সুরক্ষিত থাকুক আর কুফর এবং অস্বীকারের কলুষ থেকে তাদের সব সময় মুক্ত রাখুন। জামাতের বন্ধুদের হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর জ্ঞান এবং তত্ত্বপূর্ণ রচনাবলী থেকে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। এসব বই-পুস্তক রয়েছে উর্দূতেও রয়েছে এবং ইংরেজীতেও রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে তা পাঠের তৌফিক দিন।

সবশেষে হুজুর (আইঃ) মোকাররম মিঞাঁ মহম্মদ আব্দুল্লা সাহেব মরহুমের পুত্র মোকাররম সুফি নাজির আহমদ সাহেব এর সুন্দর গুণাবলীর প্রসংশা করে গায়েবী জানাযার কথা ঘোষণা করেন।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Tel : +91 9417020616
Mobile: +91 9679481821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

Title Code: PUNBEN00001

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

Vol. 1 Thursday, 10 March 2016 Issue No. 1

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417020616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

খুতবা জুম'আর সারাংশ

এটি কেবল এক ভবিষ্যদ্বাণীই নয় বরং এটি এক মহান ঐশী নিদর্শনও বটে যা মহা সম্মানিত ও প্রতাপশালী খোদা আমাদের সম্মানিত রসূল, মমতাশীল এবং প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য প্রকাশ করেছেন।

সৈয়দনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন হতে প্রদত্ত ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৬-এর জুমআর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, ২০শে ফেব্রুয়ারী দিনটি আহমদীয়া মুসলিম জামাতে মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষাপটে সুপরিচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে তাঁর এক অসাধারণ পুত্রের জন্মের শুভ সংবাদ দেওয়া হয়েছিল যিনি ধর্মের সেবক হবেন, দীর্ঘজীবি হবেন এবং আরো বহু গুণাবলীর আধার হবেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই ভবিষ্যদ্বাণীর গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন যে, এটি কেবল এক ভবিষ্যদ্বাণীই নয় বরং এটি এক মহান ঐশী নিদর্শনও বটে যা মহা সম্মানিত ও প্রতাপশালী খোদা আমাদের সম্মানিত রসূল, মমতাশীল এবং প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য প্রকাশ করেছেন। সত্যিকার অর্থে এই নিদর্শন এক মৃতকে জীবন্ত করার চেয়েও শত গুণ উন্নত, মহান, শ্রেয়, শ্রেষ্ঠ, অধিক উত্তম ও অধিক সম্পূর্ণ। কেননা মৃতকে জীবিত করার বাস্তবতা হলো, আল্লাহ্ তা'লার দরবারে দোয়া করে এক আত্মাকে ফিরিয়ে আনা যার প্রমাণের ক্ষেত্রে আপত্তিকারীদের অনেক আপত্তিও থেকে থাকে কিন্তু এখানে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ, তাঁর এহসান এবং হযরত খাতামুল আম্বীয়া (সা.)-এর কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা এই অধমের দোয়া কবুল করতঃ এমন কল্যাণময় আত্মা প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যার পার্থিব ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। যদিও এই নিদর্শন বাহ্যত মৃতকে জীবিত করার তুল্য বা সমান মনে হয় কিন্তু প্রণিধানে বোঝা যায় যে, সত্যিকার অর্থে এই নিদর্শন মৃ তকে জীবিত করার চেয়েও শত গুণ শ্রেয়। মৃতের আত্মাও দোয়ার মাধ্যমেই ফিরে আসে আর এখানেও দোয়ার মাধ্যমে একটি রূহ নিয়ে আসা হয়েছে কিন্তু সেই রূহ বা আত্মা আর এই রূহ বা আত্মার মাঝে লক্ষ ক্রোশের ব্যবধান রয়েছে।

এরপর আপন পর সবাই দেখেছে যে, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী কত মহিমার সাথে পূর্ণতা লাভ করেছে। আর যুগ প্রমাণ করেছে যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নস্থল বা যার সত্তায় তা পূর্ণ হয়েছে তিনি ছিলেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)। জামাতের আলেম শ্রেণী এবং জামাতের সদস্যরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখতো যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) সংক্রান্তই কিন্তু খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) কখনও এটি বলেননি বা ঘোষণা করেননি যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী আমার সম্পর্কে আর আমিই মুসলেহ্ মওউদ এর সত্যায়নস্থল। এমনকি তাঁর খিলাফতের দীর্ঘ ত্রিশ বছর কেটে যায়, অবশেষে ১৯৪৪ সনে তিনি (রা.) ঘোষণা করেন যে, আমিই মুসলেহ্ মওউদ বা প্রতিশ্রুত পুত্র।

আজ আমি এ সংক্রান্ত হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর দু'টো খুতবা থেকে সংক্ষিপ্তভাবে অনেকটা তাঁর ভাষাতেই কিছুটা বর্ণনা করবো। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) ১৯৪৪ সনের ২৮শে জানুয়ারীর খুতবায় বলেন যে, আজ আমি এমন একটি কথা বলতে চাই যা বর্ণনা করা আমার স্বভাব ও প্রকৃতির দিক থেকে আমার জন্য কঠিন কাজ। কিন্তু কিছু ভবিষ্যদ্বাণী এবং ঐশী তক্বদীর এই কথা বর্ণনার সাথে সম্পর্ক রাখে, তাই আমি আমার স্বভাব এবং প্রকৃতিগত দ্বিধাদ্বন্দ সত্ত্বেও এটি থেকে বিরত থাকতে পারি না। এরপর তিনি এক দীর্ঘ স্বপ্নের উল্লেখ করেন আর সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, সেই ভবিষ্যদ্বাণী যা মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ছিল খোদা তা'লা তা আমার সত্তার জন্যই নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। ইতোপূর্বে খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এ সম্পর্কে কখনও স্পষ্টভাবে কিছু বলেননি। তিনি বলেন, মানুষ বলে এবং বারংবার বলে যে, এই সব ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে আপনার কি মতামত, কিন্তু আমার অবস্থা এমন ছিল যে, আমি এসব ভবিষ্যদ্বাণী এই আশঙ্কায় কখনও পুরো মনোযোগ সহকারে পড়ারও চেষ্টা করিনি যে, কোথাও আমার নিজের প্রবৃত্তি আমাকে প্রতারিত না করে আর নিজের সম্পর্কে কোথাও আমি এমন কথা যেন ভেবে না বসি যা বাস্তবতা বা সত্য পরিপন্থী।

হুজুর (আইঃ) বলেন, অতএব দেখুন যিনি সত্যিকার অর্থে মুসলেহ্ মওউদ তিনি কত সাবধান, আর যারা বক্র মস্তিষ্কের তারা কোন নিদর্শন ছাড়াই দাবি করে বসে। এদেরকে পাগল বা উন্মাদ ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে। যাহোক এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে তাঁর নিজের প্রকৃতিগত দ্বিধা-দ্বন্দ এবং লজ্জাশীলতার কথা তিনি এভাবে উল্লেখ করেন যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) একবার আমাকে একটি পত্র দেন এবং বলেন যে, এই পত্র তোমার জন্ম সংক্রান্ত, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজে আমাকে এটি লিখেছিলেন। এই পত্র 'তাশহীযুল আযহান' পত্রিকায় ছাপিয়ে দাও। 'তাশহীযুল আযহান' জামাতের একটি মাসিক পত্রিকা, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-ই এটি আরম্ভ করেছিলেন আর তিনিই এটি ছাপাতেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর প্রতি সশ্রদ্ধা বশতঃ আমি সেই পত্র হাতে নেই এবং ছাপিয়েও দেই, কিন্তু তখনও আমি গভীর মনোযোগ সহকারে এটি পড়িনি। তখনও এই পত্র ছাপার পর মানুষ অনেক কথা বলেছে কিন্তু আমি নীরব ছিলাম। আমি এটি বলতাম যে, এই কথাগুলো যার সম্পর্কে তার সামনে এগুলো নিয়ে আসা এবং বলা আবশ্যক নয় বা এটি আবশ্যক নয় যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী যার সম্পর্কে তাকে বলতেই হবে যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নস্থল বা পরিপূরণস্থল আমি। যাহোক মানুষ আমার সম্পর্কে বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী আমার সামনে রাখে আর জোর দিয়ে বলে, আমি নিজে যেন এই দাবি করি যে, এগুলো আমার সত্তাতেই সত্যায়িত হয়েছে। কিন্তু আমি সবসময় তাদের এটিই বলেছি যে, ভবিষ্যদ্বাণী কার সত্তায় পূর্ণ হয় তা ভবিষ্যদ্বাণী নিজেই প্রকাশ করে। এসব ভবিষ্যদ্বাণী যদি আমার সম্পর্কেই হয়ে থাকে তাহলে যুগ নিজেই দেখবে যে, আমার সত্তায় তা পূর্ণতা লাভ করেছে আর যদি তা আমার সম্পর্কে না হয় তাহলে যুগের স্বাক্ষ্য আমার বিরুদ্ধে যাবে, আর এই উভয় ক্ষেত্রে আমার কোনকিছু বলার প্রয়োজন নেই। যদি এটি আমার সম্পর্কে না হয় তাহলে আমি দাবি করে কেন গুনাহ্গার হব? আর যদি আমার সম্পর্কেই হয়ে থাকে তাহলে আমার তাড়াহুড়ার কোন প্রয়োজন নেই, আল্লাহ্ তা'লা নিজেই সত্য প্রকাশ করবেন। যেভাবে ইলহামে বলা হয়েছে যে, তারা বলে, আগমনকারী ব্যক্তি কি ইনিই নাকি আমরা অন্য কারো পথপানে চেয়ে থাকবো, এটি ইলহামের বাক্য। পৃথিবীর মানুষ এত বেশি বার এই প্রশ্ন করেছে যে, এক দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। এই দীর্ঘ যুগ সম্পর্কেও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন ইলহামে সংবাদ রয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হযরত ইয়াকূব (আ.) সম্পর্কে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা বলেন, আপনি কি ইউসুফের কথা বলতে বলতে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাবেন বা নিজেকে ধ্বংস করবেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতিও এই ইলহাম হয়। অনুরূপভাবে এই ইলহাম হওয়া যে, আমি ইউসুফের সৌরভ পাচ্ছি, এক পঙক্তিতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই ইলহামের কথা উল্লেখও করেছেন, এটি থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্র ইচ্ছার অধীনে এ বিষয়টি দীর্ঘকাল পর প্রকাশিত হবে। হযরত ইউসুফও তার পিতার সাথে দীর্ঘকাল পর মিলিত হয়েছেন আর এক দীর্ঘ যুগের অবসানে এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করে। তিনি (রা.) বলেন, আমি এই দৃঢ় বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, মৃত্যু পর্যন্তও যদি আমার সামনে এটি প্রকাশ না করা হতো যে, এই সব ভবিষ্যদ্বাণী আমার সম্পর্কে তবুও ঘটনা প্রবাহ নিজেই এটি স্পষ্ট করতো যে, এই সব ভবিষ্যদ্বাণী আমার হাতে এবং আমার যুগেই পূর্ণতা লাভ করেছে। তাই আমাতেই এগুলো সত্য প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় ইচ্ছার অধীনে এই বিষয়টি প্রকাশ করেছেন আর আমাকে এ সংক্রান্ত জ্ঞানও দান করেছেন যে, মুসলেহ্ মওউদ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো আমার সাথে সম্পর্ক রাখে। তিনি (রা.) কিছু ভবিষ্যদ্বাণীর কথা সংক্ষেপে উল্লেখও করেন, যেমন 'তিনি তিনকে চার করবেন'। তিনি বলেন, এ সম্পর্কে সবসময় প্রশ্ন করা হয় যে, এর অর্থ কি। একইভাবে 'সোমবার বরকতময় বা কল্যাণময় সোমবার' এই সম্পর্কেও প্রশ্নের অবতারণা করা হয়। এই দু'টো বাক্যাংশকে তিনি এইভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তিনকে চার করা সম্পর্কে বা তিনকে চারে রূপ দেওয়া সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রেক্ষাপটে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ হয়েছে যে, তিনি তিন পুত্রকে চারে রূপ দেবেন। ইলহামে এটি বলা হয়নি যে, তিনি তিন পুত্রকে চারে পরিণত করবেন বরং ইলহামে শুধু এটি বলা হয়েছে যে, তিনি তিনকে চার করবেন। আমার মতে এতে তার জন্মের তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর সূচনা হয় ১৮৮৬ সনে অর্থাৎ মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর গোড়াপত্তন হয় ১৮৮৬ সনে। তিনি বলেন, আমার জন্ম হয়েছে ১৮৮৯ সনে। সুতরাং তিনকে চারে রূপ দেয়া সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে এই সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, তার জন্ম হবে চতুর্থ বছর, আর এমনই হয়েছে। আর ভবিষ্যদ্বাণীর এই বাক্য 'সোমবার শুভ সোমবার' এর আরো অর্থ হতে পারে কিন্তু আমার মতে এর একটি স্পষ্ট ব্যাখ্যা হলো সোমবার সপ্তাহের তৃতীয় দিন হয়ে থাকে। অপরদিকে আধ্যাত্মিক জামাতে নবী এবং তাদের খলীফাদের যুগ পৃথক পৃথক হয়ে থাকে। যেভাবে নবীর যুগ নিজ গুণে একটি স্থায়ী স্বাতন্ত্র বা স্বকীয়তা রাখে অনুরূপভাবে খলীফার যুগেরও একটি স্বাতন্ত্র এবং স্থায়ী বৈশিষ্ট রয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করে দেখ যে, প্রথম যুগ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছিল। দ্বিতীয় যুগ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর ছিল। তিনি বলেন, আর তৃতীয় যুগ হলো আমার। আল্লাহ্ তা'লার আরো একটি ইলহাম এই ব্যাখ্যার সত্যায়ন করছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি এই ইলহাম হয় আর তা হলো ফযলে ওমর। হযরত ওমর (রা.) রসূলে করীম (সা.) থেকে শুরু করে আধ্যাত্মিক ধারার ক্ষেত্রে তিন নম্বর ছিলেন। সুতরাং 'সোমবার শুভ সোমবার' এর অর্থ এই নয় যে, তিনি কোন বিশেষ দিন বা বিশেষ কল্যাণের ধারক বাহক হবে বরং এর অর্থ হলো, এই প্রতিশ্রুত ব্যক্তির দৃষ্টান্ত আহমদীয়াতে এমনই হবে যেভাবে সোমবারের হয়ে থাকে। অর্থাৎ এই জামাতে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে ধর্মসেবার জন্য যাদের দন্ডায়মান করা হবে তাদের মাঝে তিনি তৃতীয় হবেন। ফযলে ওমর-এর যে ইলহামী নাম রয়েছে তাতেও এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। বস্তুত আল্লাহ্র কালাম বা বাণী 'ইউফাসেরু বা'যাহু বা'যা' (অর্থাৎ একটি উক্তি অন্য উক্তির ব্যাখ্যা করে থাকে) অনুযায়ী 'ফযলে ওমর' শব্দগুলো 'সোমবার শুভ সোমবার'-এর ব্যাখ্যা করে। তিনি বলেন, কিন্তু এই ইলহামে আরো একটি শুভ সংবাদ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা এই শুভ সোমবার এমন একভাবেও আনতে যাচ্ছেন যা

এর পর সাতের পাতায়.

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badr, at Fazle-Umar Printing Press, Harchowal Road Po.Qadian,
Distt.Gurdaspur-143516, Punjab, India.And Published at office of the Weekly Badr Moh-Ahmadiyya, Harchowal Road Po.Qadian Dist. Gsp-143516,Punjab.India.Editor: Tahir Ahmad Munir